যিনি শুদ্ধ "সনাতনী মূল প্রকৃতি" তিনিই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম এবং আমাদিগেরও উপাস্য দেবতা ॥ ৪১ ॥

যেমন এই এক ব্রহ্মা ; এই এক জনার্দ্দন এবং এই এক মহেশ্বর আমি, আমরাই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা ॥ ৪২ ॥

নানা ব্রহ্মাণ্ড বাসী এই রূপ কোটি কোটি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের এক মাত্র বিধাত্রী সেই মহেশ্বরী ॥ ৪৩ ॥

সেই মহাদেবী অরূপা হইয়াও লীলা ক্রমে দেহ ধারণ করিয়াছেন। এই নিখিল বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্ট, এই তৎকর্ত্তৃকই পরিপালিত হইতেছে, আবার প্রলয় কালে এ জগৎ তৎকর্ত্তৃকই বিনষ্ট হইবে এবং বর্ত্তমানেও তাঁহার কর্ত্তৃকই জগৎ মোহিত হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

তিনি নিজ লীলাবলম্বনে পূর্ব্বকালে পূর্ণ রূপে দক্ষ প্রজাপতির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার তিনিই হিমালয়ের পুত্রী উমা রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন । লক্ষ্মী এবং সরস্বতী রূপে নিজ অংশে বিষ্ণুর বনিতা এবং সাবিত্রী রূপে ব্রহ্মার দয়িতা ॥ ৪৫ ॥

* * * *

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ চন্দ্র সূর্য্য তারকা বর্জ্জিত এবং অহোরাত্রাদি রহিত ছিল। ইহাতে অগ্নি ছিলেন না এবং দিক্ দিগন্তের নির্ণয় ছিল না। ব্রহ্মাণ্ড তখন শব্দ স্পর্শাদি রহিত তেজোবিবর্জ্জিত অন্য রূপ অন্ধকারময় ছিল ॥ ৪৬ ॥

তৎ কালে যাহা শ্রুতি প্রতিপাদ্য এক মাত্র নিত্য ব্রহ্ম, সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এক মাত্র প্রকৃতি অবস্থিতা ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

তিনি শুদ্ধ জ্ঞানময়ী নিত্যা বাক্যের অতীতা নিষ্কলা যোগীগণেরও দুর্গম্যা সর্ব্ব ব্যাপিনী নিরুপদ্রবা নিত্যানন্দময়ী সূক্ষ্মা গুরুত্ব এবং লঘুত্ব প্রভৃতি গুণ বর্জ্জিতা ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই আনন্দময়ীর নিজ আনন্দ লীলা প্রচার জন্য যে সময়ে সৃষ্টির ইচ্ছা হইল তৎক্ষণাৎ সেই পরমা প্রকৃতি অরূপা হইয়াও

স্বীয় ইচ্ছা শক্তির অবলম্বনে রূপ ধারণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

সেই রূপময়ী দেবী দলিতাঞ্জন সন্নিভা, মনোহর প্রফুল্ল-অম্ভোজ-বর-সুন্দরাননা, চতুর্ভুজা আরক্ত লোচনা মুক্তকেশী দিগম্বরা পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরা ভয়ঙ্করা এবং সিংহ পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিতা ॥ ৫০ ॥

অনন্তর তিনি স্বেচ্ছা ক্রমে স্বীয় সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ একটি পুরুষ [মহাকাল] সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তিনি তখনও চৈতন্য হীন ॥ ৫১ ॥

সেই ত্রিগুণাত্মক্ পুরুষকে অচৈতন্য নিরীক্ষণ করিয়া নিজ ইচ্ছায় নিজের সিসৃক্ষা [সৃষ্টির ইচ্ছা] তাঁহাতে সংক্রামিত করিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর মহাশক্তির ইচ্ছা সংক্রমে শক্তিমান্ হইয়া সেই মূল-পুরুষ আনন্দ সহকারে নিজ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণ ত্রয়ের বিভাগ অনুসারে পুরুষত্রয়কে সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সৃষ্ট পুরুষ ত্রয়ই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে শব্দিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তথাপি সৃষ্টি কার্য্যের প্রারম্ভ হইল না দেখিয়া দেবী সেই মূল-পুরুষকে জীব এবং পরম পুরুষ এই দ্বিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

প্রকৃতি স্বেচ্ছাক্রমে স্বয়ং ও আত্মাকে মায়া বিদ্যা এবং পরমা এই ত্রিবিধ রূপে বিভক্ত করিলেন ॥ ৫৪ ॥

তন্মধ্যে যিনি জীবের বিমোহন কারিণী সংসার প্রবর্ত্তিকা-শক্তি, তিনিই মায়া। আর যিনি জীবের পরিস্পন্দনাদি ব্যাপার বিধায়িনী চৈতন্যময়ী সঞ্জিবনী-শক্তি তিনিই পরমা। আবার যিনি তত্ত্ব জ্ঞান স্বরূপা সংসার নিবৃত্তি কারিণী শক্তি তিনিই বিদ্যা ॥ ৫৬ ॥

দেবী ভাগবতে দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

সূতোক্তিঃ—

যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতিপথে শক্তিঃ সদাদ্যা পরা
সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধচ্ছিত্তিনিপুণা সর্ব্বাশয়ে সংস্থিতা
দুর্জ্ঞেয়া সুদুরাত্মভিশ্চমুনিভি র্ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা

প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদা স্যাৎ সদা ॥ ১ ॥
সৃষ্ট্বাখিলং জগদিদং সদসৎ স্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বং।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা
তাং সর্ব্ব বিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সৃজত্যখিল মেতদিতি প্রসিদ্ধং
পৌরাণিকৈশ্চ কথিতং খলু বেদবিদ্ভিঃ।
বিষ্ণোস্তু নাভিকমলে কিল তস্য জন্ম
তৈরুক্ত মেব সৃজতে নহি স স্বতন্ত্রঃ ॥ ৩ ॥
বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতীতি কালে
তন্নাভিপদ্ম মুকুলে কিল তস্য জন্ম।
আধারতাং কিল গতোত্র সহস্রমৌলিঃ
সংবোধ্যতাং স ভগবান্ হি কথং মুরারিঃ ॥ ৪ ॥
একার্ণবস্য সলিলং রসরূপমেব
পাত্রং বিনা নহি রসস্থিতি রস্তি কচ্চিৎ।
যা সর্ব্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা
তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোস্মি ॥ ৫ ॥
যোগনিদ্রা মীলিতাক্ষং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বাম্বুজেস্থিতঃ।
অজস্তুষ্টাব যাং দেবীং তামহং শরণং ব্রজে ॥ ৬ ॥

অপিচ তত্রৈব চতুর্থাধ্যায়ে—

সূত উবাচ। ইতি ব্যাসেন পৃষ্টস্তু নারদো বেদবিন্মুনিঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা কৃষ্ণং প্রতি মহামনাঃ ॥ ৭ ॥
নারদ উবাচ। পারাশর্য্য মহাভাগ যত্ত্বং পৃচ্ছসি মামিহ।
তমেবার্থং পুরা পৃষ্টঃ পিত্রা মে মধুসূদনঃ ॥ ৮ ॥
ধ্যানস্থং চ হরিং দৃষ্ট্বা পিতা মে বিস্ময়ং গতঃ
পর্য্যপৃচ্ছত দেবেশং শ্রীনাথং জগতঃ পতিং ॥ ৯ ॥

কৌস্তুভোদ্ভাসিতং দিব্যং শঙ্খচক্র গদাধরং ।
পীতাম্বরং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কিত বিগ্রহং ।। ১০ ॥
কারণং সর্ব্বলোকানাং দেবদেবং জগদ্গুরুং ।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহত্তপঃ ।। ১১ ।।
ব্রহ্মোবাচ । দেবদেব জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎপ্রভো ।
তপশ্চরসি কস্মাত্ত্বং কিং ধ্যায়সি জনার্দ্দন ।। ১২ ।।
বিস্ময়োয়ং মমাত্যর্থং ত্বং সর্ব্বজগতাং প্রভুঃ ।
ধ্যানযুক্তোসি দেবেশ কিঞ্চ চিত্রে মতঃপরং ।। ১৩ ।।
ত্বন্নাভিকমলাজ্জাতঃ কর্ত্তাহমখিলস্যহ ।
ত্বত্তঃ কোপ্যধিকোস্ত্যত্র তং দেবংব্রূহি মাপতে ।। ১৪ ॥
জানাম্যহং জগন্নাথ ত্বমাদিঃ সর্ব্বকারণং
কর্ত্তা পালয়িতা হর্ত্তা সমর্থঃ সর্ব্বকার্য্যকৃৎ ।। ১৫ ।।
ইচ্ছয়া তে মহারাজ সৃজাম্যহ মিদং জগৎ
হরঃ সংহরতে কালে সোপি তে বচনে সদা ॥ ১৬ ॥
সূর্য্যো ভ্রমতি চাকাশে বায়ুর্বাতি শুভাশুভঃ ।
অগ্নিস্তপতি পর্জ্জন্যো বর্ষতীশ ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ১৭ ॥
ত্বন্ত্ব ধ্যায়সি কং দেবং সংশয়োয়ং মহান্ মম ।
ত্বত্তঃ পরং ন পশ্যামি দেবং বৈ ভুবনত্রয়ে ॥ ১৮ ॥
কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য ভক্তোস্মি তব সুব্রত
মহতাং নৈব গোপ্যং হি প্রায়ঃ কিঞ্চিদিতি স্মৃতিঃ ॥ ১৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হরিরাহ প্রজাপতিং
শৃণুষ্বৈকমনা ব্রহ্মং স্তাং ব্রবীমি মনোগতং ॥ ২০ ॥
যদ্যপিত্বাং শিবং মাঞ্চ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং
তে জানন্তি সুরাঃ সর্ব্বে সদেবাসুর মানুষাঃ ॥ ২১ ॥
স্রষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ ।
কৃতাঃ শক্ত্যেতি সংতর্কঃ ক্রিয়ন্তে বেদ পারগৈঃ ॥ ২২ ॥

জগৎ সংজননে শক্তি ত্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী।
সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রেচ তামসী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৩ ॥
তয়া বিরহিত স্তং ন তৎ কর্ম্ম করণে প্রভুঃ
নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহর্ত্তুং নাপি শঙ্করঃ ॥ ২৪ ॥
তদধীনা বয়ং সর্ব্বে বর্ত্তামঃ সততং বিভো।
প্রত্যক্ষেচ পরোক্ষেচ দৃষ্টান্তং শৃণু সুব্রত ॥ ২৫ ॥
শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে পরতন্ত্রো ন সংশয়ঃ
তদধীনঃ সদোত্তিষ্ঠে কালে কালবশংগতঃ ॥ ২৬ ॥
তপশ্চরামি সততং তদধীনোহস্ম্যহং সদা।
কদাচিৎ সহ লক্ষ্যাচ বিহরামি যথাসুখং ॥ ২৭ ॥
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং সংগ্রামং প্রকরোম্যহং।
দারুণং দেহদমনং সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করং ॥ ২৮ ॥
প্রত্যক্ষং তব ধর্ম্মজ্ঞ তস্মিন্নেকার্ণবে পুরা
পঞ্চবর্ষ সহস্রানি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতং ॥ ২৯ ॥
তৌ কর্ণমলজৌ দুষ্টৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ
দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৩০ ॥
তদা ত্বয়া নকিং জ্ঞাতং কারণন্তু পরাৎ পরং
শক্তিরূপং মহাভাগ কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩১ ॥
যদিচ্ছাপুরুষো ভূত্বা বিচরামি মহার্ণবে।
কচ্ছপঃ কোলসিংহশ্চ বামনশ্চ যুগে যুগে ॥ ৩২ ॥
ন কস্যাপি প্রিয়োলোকে তির্য্যগ্ যোনিষু সম্ভবঃ।
নাভবং স্বেচ্ছয়া বাম বরাহাদিষু যোনিষু ॥ ৩৩ ॥
বিহায় লক্ষ্যা সহ সংবিহারং কো যাতি মৎস্যাদিষু হীনযোনিষু।
শয্যাঞ্চ মুক্ত্বা গরুড়াসনস্থঃ করোতি যুদ্ধং বিপুলং স্বতন্ত্রঃ ॥৩৪॥
পুরা পুরস্তেহজ শিরো মদীয়ং গতং ধনুর্জ্যা স্খলনাৎ কচাপি।
ত্বয়া তদা বাজিশিরোগৃহীত্বা সংযোজিতং শিল্পিবরেণ ভূয়ঃ ॥৩৫॥

হয়ামনোহং পরিকীর্ত্তিতশ্চ প্রত্যক্ষমেতত্তব লোককর্ত্তুঃ।
বিড়ম্বনেয়ং কিল লোকমধ্যে কথং ভবেদাত্মপরো যদিস্যাং ॥৩৬॥
তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোস্মি শক্ত্যধীনোস্মি সর্ব্বথা।
তামেব শক্তিং সততং ধ্যায়ামি চ নিরন্তরং।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জানামি কমলোদ্ভব ॥ ৩৭ ॥
নারদ উবাচ। ইত্যুক্তং বিষ্ণুনা তেন পদ্মযোনেস্তু সন্নিধৌ
তেন চাপ্যহ মুক্তোস্মি তথৈব মুনি পুঙ্গব ॥ ৩৮ ॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণ পুরুষার্থাপ্তি হেতবে।
অসংশয়ং হৃদম্ভোজে ভজ দেবী পদাম্বুজং ॥ ৩৯ ॥

দেবী ভাগবতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূতের উক্তি।

যে পরমা আদ্যা শক্তি শ্রুতি পথে বিদ্যা নামে অভিহিতা যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামিনী, সর্ব্ব হৃদয় স্থায়িনী, সংসার-বন্ধ-বিনাশিনী দুরাত্মাগণ কর্ত্তৃক দুর্জ্ঞেয়া, এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক ধ্যান পদবী প্রাপিত হইয়া যিনি নিত্য প্রত্যক্ষ রূপিণী, সেই সচ্চিদানন্দময়ী ভগবতী জীব-জগতের সাধু-বুদ্ধি বিধান করুন ॥ ১ ॥

স্বকীয় ত্রিগুণময়ী শক্তি দ্বারা সৎ ও অসৎ [জড় ও চৈতন্য] স্বরূপ অখিল বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া যিনি তাহার পরিপালন করিতেছেন, আবার কল্পান্ত সময়ে এ বিশ্ব বিলাশ সংহরণ পূর্ব্বক একাকিনী আত্মানন্দে অভিরতা হইতেছেন, সেই নিখিল বিশ্ব জননীকে হৃদয়ে স্মরণ করি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এই কথাই লোক-প্রসিদ্ধ। কিন্তু পৌরাণিক এবং বেদ বেত্তাগণ বলিয়াছেন, বিষ্ণুর নাভি-কমলে তাঁহার জন্ম পরিগ্রহ, ইহাতে তাঁহারাই প্রকারন্তরে বলিয়াছেন, যে ব্রহ্মাও স্বাধীন ভাবে জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা নহেন, কারণ তাঁহাকেও অন্যের ইচ্ছা বশতঃ অন্যত্র জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে ॥ ৩ ॥

যে হেতু মহাপ্রলয়ে বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলে তাঁহারই

নাভি পদ্ম মুকুলে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। এ স্থলেও সহস্র মৌলি অনন্ত দেব বিষ্ণুর আধার হইয়াছেন যিনি অন্য আধারে নির্ভর করিয়া অবস্থিত, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকেই বা কিরূপে স্বাধীন শক্তিমান্ বলিয়া বুঝিব ॥ ৩ ॥

মহাপ্রলয় কালে জগৎ যখন একার্ণবে পরিণত, সেই একার্ণবের জল অবশ্যই রসরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই, পাত্র ব্যতিরেকে কখনও রসের অবস্থিতি হয় না ইহা সর্ব্ববাদী সিদ্ধ; কিন্তু ব্রহ্মার আধার বিষ্ণু, বিষ্ণুর আধার অনন্ত দেব, আবার অনন্তদেবের আধার একার্ণবের জলরাশি, এখন এই জল রাশির আধার কে এই তত্ত্বই দুরধিগম্য, তন্ন তন্ন করিয়া সকল আধারের অবশেষ হইলে সর্ব্বভূতের আধার স্বরূপা যে জগদ্ধাত্রী মহাশক্তির পরমতত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়, জগতের সকল আধার যাঁহার নিকটে আধেয় বই আর কিছুই নহে আমি সেই সর্ব্বাধারস্বরূপিণী সর্ব্বভূত জননীর শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫ ॥

মধু কৈটভ বধ সময়ে বিষ্ণুকে যোগ-নিদ্রাভরে মুদ্রিতলোচন দর্শন করিয়া তাঁহার নাভি কমলে অবস্থিত ব্রহ্মা উপায়ান্তর না দেখিয়া যে দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন আমি সেই পরমা শক্তির শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৬ ॥

আবার চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

সূত বলিলেন, মহামনা বেদবেত্তা নারদ মুনি ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন ॥ ৭ ॥

মহাভাগ পরাশর কুমার! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমার পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবান্ মধুসূদনও এই বিষয়েই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

জগৎপতি দেবদেব শ্রীনাথকে ধ্যানস্থ দর্শন করিয়া আমার পিতা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই কৌস্তুভোদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল শঙ্খ চক্রগদাধর পীতাম্বর চতুর্ভুজ শ্রীবৎসাঙ্কিত-কলেবর সর্ব্বলোক-কারণ জগৎ-

গুরু জগন্নাথ দেবদেব বাসুদেবকে মহা তপস্যায় নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

দেবদেব জগন্নাথ জনার্দ্দন! আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ঈশ্বর হইয়াও কি জন্য তপস্যা করিতেছেন এবং কাহাকেই বা ধ্যান করিতেছেন ইহা আমার অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। আপনি সমস্ত জগতের প্রভু, তথাপি অন্য কাহাকেও ধ্যান করিতেছেন। হে দেবেশ! ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি আছে? ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

আপনার নাভি কমল হইতে জাত হইয়াই আমি অখিল জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়াছি, সেই সর্ব্বকারণ-কারণ আপনি, আবার আপনা হইতে অধিক দেবতা এ জগতে কে আছেন? কমলাপতে! তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৪ ॥

জগন্নাথ! জানি আমি, আপনি সকলের আদি, সকলের কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা, সর্ব্বকার্য্যকর সর্ব্বশক্তিমান্, মহারাজ! আপনারই ইচ্ছা ক্রমে আমি এই জগৎ সৃষ্টি করি, প্রলয়কালে হর ইহার সংহরণ করেন, তিনিও সর্ব্বদা আপনার বাক্যরবশবর্ত্তী ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

ঈশ! আপনারই আজ্ঞাক্রমে সূর্য্য আকাশে ভ্রমণ করেন, বায়ু শুভ এবং অশুভ রূপে বহমান হয়েন। অগ্নি তাপ প্রদান করেন এবং পর্জ্জন্য বর্ষণ করেন ॥ ১৭ ॥

এই রূপ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও আপনি কোন্ দেবকে ধ্যান করেন ইহাই আমার মহান্ সংশয়ের বিষয়। আমি ত এ ত্রিভুবনে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কাহাকেও দেখিনা ॥ ১৮ ॥

হে সুব্রত! আমি ভজনা করিতেছি কৃপা পূর্ব্বক অদ্য আমাকে এ তত্ত্ব বলুন, যে হেতু মহা পুরুষগণের প্রায়শঃ কিছুই গোপনীয় নহে ইহাই স্মৃতি ॥ ১৯ ॥

প্রজাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ব্রহ্মন্! একমনা হইয়া শ্রবণ কর, মনোগত তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি ॥ ২০ ॥

যদিও দেবাসুর মানব গণ তোমাকে আমাকে এবং মহাদেবকে সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্ত্তা বলিয়া জানেন, তথাপি বেদবেত্তাগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে শক্তি কর্ত্তৃকই তুমি সৃষ্টি কর্ত্তা, আমি পালনকর্ত্তা এবং মহাদেব সংহার কর্ত্তা হইয়াছেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

জগৎ জনন-কারিণী রাজসী শক্তি তোমাতে অবস্থিত, সাত্ত্বিকী জগৎ পলিনী শক্তি আমাতে অবস্থিত এবং সংহার কারিণী তামসী শক্তি মহারুদ্রে অধিষ্ঠিত ॥ ২৩ ॥

সেই শক্তি বিরহিত হইলে তুমিও আর সৃষ্টি কার্য্যে প্রভু নও আমিও জগৎ পালনে সমর্থ নহি, মহাদেবও সংহারে সমর্থ নহেন ॥ ২৪ ॥

বিভো ! কি প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে আমরা সকলেই সর্ব্বদাই সেই সর্ব্বেশ্বরীর অধীন, হে সুব্রত ! তাহার দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রলয় কালে আমি অনন্ত শয্যায় শয়ন করি সত্য, কিন্তু সে সময়েও আমি পরতন্ত্র, তাহাতে সংশয় নাই। যে হেতু সেই মহাশক্তির অধীনতায় কাল বশবর্ত্তী হইয়া আবার যথা কালে জাগরিত হই ॥ ২৬ ॥

তাঁহারই অধীনস্থ হইয়া আমি সতত তপস্যার অনুষ্ঠান করি, আবার তাঁহারই অধীনতায় কখন লক্ষ্মীর সহিত যথা-সুখ-বিহারে রত থাকি ॥ ২৭ ॥

কখন দানবগণের সহিত সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর দেহপীড়নকারী দারুণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ! পুরাকালে সেই একার্ণবে পঞ্চ সহস্র বর্ষ ব্যাপী বাহু-যুদ্ধ আমি করিয়াছি তাহা ত তোমার প্রত্যক্ষই ॥ ২৯ ॥

সেই কর্ণ-মল-জাত মদগর্ব্বিত মধু-কৈটভ নামক দুষ্ট দানবদ্বয় সেই দেব দেবীর প্রসাদে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

সে সময়েও কি তুমি জানিতে পার নাই যে পরাৎপর শক্তি রূপই নিখিল কার্য্যের কারণ, মহাভাগ ! তবে আর পুনঃ পুনঃ কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৩১ ॥

যাঁহার ইচ্ছা-নির্ম্মিত পুরুষ হইয়া আমি মহার্ণবে বিচরণ করি এবং যুগে যুগে কচ্ছপ বরাহ সিংহ বামন রূপে অবতীর্ণ হই, তিনিই সেই সর্ব্ব কারণ-কারণ স্বরূপা ॥ ৩২ ॥

তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করা ত্রিজগতে কাহারও প্রিয় নহে, আমিও স্বেচ্ছা ক্রমে সেই বরাহাদি যোনিতে আবির্ভূত হই নাই ॥৩৩॥

লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠবিহার পরিহার করিয়া মৎস্যাদি হীন যোনিতে কে ইচ্ছা পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করে ? কোন্ স্বাধীন পুরুষ সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া গরুড় পৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া দুরন্ত দৈত্য দলের সহিত বিপুল যুদ্ধে অগ্রসর হয় ॥ ৩৪ ॥

হে অজ ! পূর্ব্বকালে তোমারই সাক্ষাতে ধনুর্জ্যা স্খলিত হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় গিয়াছিল । তাহার সন্ধান ছিল না, তৎকালে তুমি অশ্বের মস্তক ছেদন করিয়া শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা আমার স্কন্ধে তাহা পুনঃ সংযোজিত করিয়াছিলে ॥৩৫॥

সেই হইতে আমি হয়-গ্রীবনামে পরি-কীর্ত্তিত । লোকস্বামিন্ ! তাহা ত তোমারই প্রত্যক্ষ ঘটনা, আমি স্বাধীন হইলে লোক মধ্যে আমার এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে কেন ? ৩৬ ॥

অতএব জানিও আমি স্বাধীন নহি, সর্ব্বথা শক্তির অধীন হইয়া আছি এবং নিরন্তর সেই মহাশক্তিকেই ধ্যান করিতেছি। কমলোদ্ভব ! ইহার অতিরিক্ত তত্ত্ব আমি আর কিছুই জানিনা ॥ ৩৭ ॥

নারদ বলিলেন বিষ্ণু কর্ত্তৃক পদ্ম যোনির নিকটে এইরূপ কথিত হইয়াছে । মুনি পুঙ্গব ! অনন্তর পদ্মযোনি সেই তত্ত্ব আমাকে বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

অতএব তুমিও পুরুষার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিঃসংশয় রূপে হৃদয়াম্বুজে দেবী পদাম্বুজ ভজনা কর ॥ ৩৯ ॥

সাধক ! শক্তি পক্ষে যাঁহার কোন ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ নাই, বিষ্ণুপক্ষেও কোন বিদ্বেষ নাই এরূপ কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মধ্যস্থ

মানিলে তিনি কি কখনও এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়াও জড়-বাদীকে আস্তিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? চির কাল বিশেষতঃ কলিযুগে ধর্ম্ম বিপ্লবের প্রবাহ অনিবার্য্য। চৈতন্যদেব যে সময়ে হরি-নামের উত্তাল তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বংশের প্রায়িক অবসাদ দেখিয়া নব শাখ শূদ্র-পূর্ণ সমাজের অবস্থা-নুসারে উপযুক্ত ব্যবস্থা মনে করিয়া তাহাদের বৈদিক তান্ত্রিক ধর্ম্মের অনধিকার প্রযুক্ত এক মাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনই মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। সেই সময়ে শূদ্র ও অন্ত্যজ পূর্ণ সমাজে ব্রাহ্মণের অধঃ-পাত হেতু শক্তিমাহাত্ম্য-প্রধান দেবী-ভাগবত মহাভাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রচার বঙ্গদেশ হইতে অন্ত[illegible] অধিকন্তু যুগমাহাত্ম্যে অন্ত্যজ জাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি [illegible]তু কর্ম্মান্তর [illegible]রিহার পূর্ব্বক কেবল হরি নাম প্রচারে যাহা অনুকূল, সকল দেব দেবী অপেক্ষা যাহাতে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রধান এবং প্রচুররূপে বর্ণিত আছে, সেই সকল পুরাণ শাস্ত্রাদিরই পাঠ পারায়ণ প্রভৃতির আরম্ভ হয়। দেশীয় অধ্যাপক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অনেকে শক্তি মন্ত্রের উপাসক হইলেও অধিকাংশই শূদ্রোপজীবী হইয়াছিলেন, সুতরাং শক্তি-প্রধান শাস্ত্রাদি তাঁহাদের অজ্ঞাত না হইলেও উপজীবিকার ভয়ে তাহা তাঁহারা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তৎপরে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইলে যাঁহারা তাহাতে প্রভুরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রের এক দেশদর্শী হইয়াই আসিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও শাস্ত্রের এক দেশস্পর্শ করিয়াই চরিতার্থ এবং নিজ সম্প্রদায়ে সারসত্য বলিয়া ভক্তি সহ-কারে আদৃত এবং পূজিত। প্রভুবর্গের এই এক দেশদর্শী সিদ্ধান্ত হইতেই বঙ্গ দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন যে, শক্তিমান্ প্রভু এবং শক্তি তাঁহার দাসী, তাই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ দিয়া তাঁহারা রাধিকার পূজা নির্ব্বাহ করেন। বর্ত্তমান

সময়ে বঙ্গ দেশে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীগ্রন্থই সাধারণতঃ শক্তি-প্রধান শাস্ত্র রূপে প্রচলিত, প্রভুগণ সেই চণ্ডী হই-তেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া থাকেন শক্তির নাম "বিষ্ণু মায়া"। এজন্য তিনি পরম বৈষ্ণবী, শক্তিকে এই রূপ পরম বৈষ্ণবী স্থির করিয়াই আধুনিক বৈষ্ণবগণ শিবকে "পরমার্থ ভাই" বলিয়া কৃপা করিয়া থাকেন, সে সকল বিচার ভগবানের হস্তে। এক্ষণে যে যে প্রমাণে ভগবতী পরম বৈষ্ণবী হইয়াছেন, আমরা কেবল সেই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ গুলি দেখিব। চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

" তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ
মহামায়া প্রভা[illegible]সারস্থিতি কারিণঃ ॥ ১ ॥
তন্নাত্র বি[illegible]যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥ ২ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতীহিসা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৩ ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪ ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী
সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫ ॥

সংসার স্থিতিকারী ভগবানের মহামায়া প্রভাব কর্ত্তৃক জীবগণ তথাপি মমতারূপ আবর্ত্ত-যুক্ত মোহ-গর্ত্তে নিপাতিত হইতেছে ॥ ১ ॥

অতএব ইহাতে বিস্ময় বোধ করিও না। জগৎপতি হরির যোগনিদ্রাই মহামায়া, তৎকর্ত্তৃকই এই জগৎ মোহিত হইতেছে ॥ ২ ॥

সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্ত বৃত্তি সকল বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ তৎকর্ত্তৃক এই নিখিলচরাচর জগত সৃষ্ট হইতেছে এবং সেই বরদা প্রসন্না হইলেই জীবের মুক্তি বিধান করেন ॥ ৪ ॥

সেই সনাতনী পরমা-বিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা, আবার তিনিই জীবের সংসার বন্ধনের হেতু এবং তিনিই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

এই স্থানেই তাঁহারা বলেন "জগৎপতির যোগনিদ্রা এবং হরির মহামায়া এই দুই বিশেষণের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মহামায়া বা শক্তি অবশ্য হরির অধীন। নতুবা. শাস্ত্র, হরির মহামায়া বা জগৎপতির যোগনিদ্রা বলিয়া তাঁহাকে উল্লেখ করিবেন কেন? যিনি যাঁহার নামে পরিচিত, তিনি অবশ্য তাঁহার অধীন, যেমন মানবের নিদ্রা, মানবের বুদ্ধি, মানবের শক্তি বলিলে মানবের অধীন নিদ্রা বুদ্ধি এবং শক্তিই বুঝায়"। এ সকল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা মীমাংসা যাহা আছে, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি—এখন এই পর্য্যন্ত বুঝিবার আবশ্যক হইয়াছে যে, ভগবানের এই যোগনিদ্রা এবং তোমার আমার নিদ্রা বস্তুতঃ এক পদার্থ কি না? স্বীকার করিয়া লইলাম, যোগনিদ্রা ভগবানের অধীনস্থ নিদ্রা শক্তি বই আর কিছুই নহে—কিন্তু এখন জিজ্ঞাসার বিষয় এই যে, যে স্থানে যোগনিদ্রার প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, সেই মধু কৈটভবধ অধ্যায়ে ভগবানের নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রবোধনের জন্য বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন কেন? এমন নির্ব্বোধ জগতে কে আছে যে, কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইলে সেই নিদ্রিত সচেতন পুরুষকে ত্যাগ করিয়া তাহার অচেতন নিদ্রাকে স্তব করে। আবার, ভগবান্ মধুকৈটভকে বধ করিলেন, ইহাতে ভগবানেরই মাহাত্ম্য, চণ্ডীতে শক্তিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাহার প্রথমেই মধুকৈটভ বধরূপ বিষ্ণু মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই বা করিলেন কেন? মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি অতি-প্রসঙ্গদোষ-দূষিত ইহা বিশ্বাসকরাও পাপ বলিয়া বোধ হয়—তবে এ সকল প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা কি? চণ্ডীর কোন কোন টীকাকার সেই মীমাংসার জন্য ঐ সকল বচনের কূটার্থ কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা শক্তি-মাহাত্ম্য সংস্থাপনেরই চেষ্টা করিয়াছেন,

কিন্তু আমরা বলি, শাস্ত্রবাক্যের কূটার্থ কল্পনা করিয়া যে মীমাংসা উদ্ভাবিত হয়, তাহা কখনও সুমীমাংসা হইতে পারে না, আর এমন ঘোরতর বিপদই বা কি উপস্থিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রবাক্যের কূটার্থ-কল্পনায় বিশ্বস্ত জগৎকে বঞ্চিত না করিলেই চলিতেছে না। শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণু প্রধান হইয়া শক্তি যদি তাঁহার অনুগতা হয়েন, তবে তোমার আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি ? বস্তুতঃ তাঁহারা যাহাকে বিপদ্ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা আদৌ বিপদই নহে, বরং সম্পদ্। কেহ অধীনও হয়েন নাই, প্রধানও হয়েন নাই, যিনি যাহা তিনি তাহাই রহিয়াছেন, কেবল তুমি আমি আপন বুদ্ধির দোষে নিজ নিজ প্রাধান্য ও অধীনতা দেবতার স্কন্ধে চাপাইয়া শাস্ত্রীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বুঝিতে না পারিয়া অধঃপাতে যাইতেছি। তোমার আমার মায়াময় শক্তিতত্ত্ব আর ভগবানের মায়াতীত শক্তিতত্ত্ব এক পদার্থ নহে, তোমার আমার চৈতন্যাভাসময়ী নিদ্রা আর ভগবানের নিত্য চৈতন্য-রূপিণী নিদ্রা এক পদার্থ নহে। তুমি আমি যেমন নিদ্রাবশে অভিভূত, তোমার আমার নিদ্রাও তদ্রূপ জড়বিকারে বিকৃত, কিন্তু ভগবান্ নিদ্রাবশে অভিভূত হইলেও তাঁহার যোগনিদ্রা সেই জাগ্রজ্জ্যোতির্ময়ী মহাশক্তি। জীব যখন সেই আভাস নিদ্রায় আক্রান্ত হয়, তখন অন্য কেহ তাহাকে যে কোন উপায়ে জাগাইতে পারে—কারণ শব্দ স্পর্শাদির কোনরূপ গুরুতর সংযোগ হইলেই জীবের ইন্দ্রিয় সেই অপূর্ণ নিদ্রা শক্তিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া নিজ চেতনাভরে জাগ্রৎ হইয়া উঠে—তাই তুমি আমি কাহাকেও ডাকিয়া বা গায়ে ধাক্কা দিয়া জাগাইতে পারি, কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তাহা নহে, তিনি সর্ব্বশক্তি-মান্, কোন শক্তি তাঁহাতে অপূর্ণ নহেন, এই জন্য জীবের নিদ্রা "নিদ্রা," আর ঈশ্বরের নিদ্রা "যোগ নিদ্রা"। তোমার আমার মায়ার নাম "মায়া" তাঁহার মায়ার নাম " যোগ মায়া "। তুমি আমি উর্দ্ধ সংখ্যা যোগী, ভগবান্ সর্ব্বযোগেশ্বর,তাই তাঁহার শক্তি সর্ব্বযোগেশ্বরেশ্বরী। জীব যোগ-

বলে কদাচিৎ যে শক্তির কণাংশ লাভ করিতে পারে, ভগবানে সে শক্তি নিত্য বিরাজিত। জীব অপূর্ণ, তাই জীবের শক্তিও অপূর্ণ, ভগবান্ পূর্ণ, তাই তাঁহার শক্তিও পূর্ণ, জীব জড়তা প্রধান, জীবের শক্তিও জড়তায় অভিভূতা, ভগবান্ চৈতন্যময় তাই তাঁহার শক্তিও চৈতন্য-ময়ী, তাই তোমার আমার নিদ্রাশক্তি জড়তাময়ী হইলেও ভগবানের নিদ্রাশক্তি চৈতন্যময়ী, তিনি ঘুমাইলেও তাঁহার নিদ্রা জাগিয়া থাকেন, কারণ তোমার আমার নিদ্রা কেবল তমোগুণময়ী, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা তমোগুণময়ী হইয়াও তমোগুণের অতীতা। তাই জগদম্বা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল কুমার কুমারীকে আপনক্রোড়ে লইয়া নিদ্রারূপে ঘুম পাড়ান, কিন্তু সচ্চিদানন্দময়ী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং জাগিয়া থাকেন । সমস্ত দিন খেলা করিয়া বালক যখন অবসন্ন কলেবরে সন্ধ্যাকালে মায়ের নিকটে আসিয়া দাঁড়ায়, মা অমনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঘুম পাড়াইয়া তাহার সমস্ত দিনের শ্রান্তি শান্তি করেন, মধুকৈটভবধ মাহাত্ম্যে এই তত্ত্বই সুচিত্রিত হইয়াছে—মহাপ্রলয়ের পর জগৎ যখন একার্ণবে নিমগ্ন, সেই ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লাবী জলরাশির অভ্যন্তরে ভগবান্ অনন্ত শয্যায় যুগান্তকালোচিত যোগনিদ্রা ভরে মুদ্রিতনয়নে সুষুপ্ত । বিষ্ণু জগতের পালন কর্ত্তা, মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে, আর পালন করিবেন কাহাকে ? আবার সৃষ্টি হইবে, তবে পালনের কথা—এই সুদীর্ঘ কাল বিষ্ণুর বিশ্রাম সময় । মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিষ্ণুর খেলা, সন্তানের যেমন খেলা শেষ হইয়াছে—অমনি জননী তাঁহাকে বিশ্রাম শয্যায় শায়িত করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত করি-য়াছেন, অন্য জননীর ন্যায় ইঁহাকে চেষ্টা করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় নাই, বিশ্বব্যাপিনী নিজেই নিদ্রারূপিণী, সময় অনুসারে সেই রূপে আবির্ভূত হইয়াই ভগবান্‌কে ক্রোড়ে করিয়াছেন, তাই অন্য নিদ্রি-তের ন্যায় ডাকিয়া তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিবার উপায় নাই, নিদ্রারূপিণী

দেবী যখন তাঁহাকে নিজ তামস পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন তখনই তাঁহার উঠিবার কথা, তাই ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমতঃ স্তব স্তুতি ইত্যাদির দ্বারা কিছুতেই যখন বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারেন নাই, তখনই বুঝিয়াছেন, এ চৈতন্যরূপিণী নিদ্রা আভাসময়ী নহেন, তাই জগদম্বা যোগনিদ্রার করুণা কটাক্ষ বই উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকেই স্তব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে স্তব স্তুতি উচ্চ আহ্বান ইত্যাদির দ্বারা কিছুতেই যখন বিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই, তখনই বুঝিতে হইবে, বিষ্ণুর অধীন নিদ্রা নহে, নিদ্রার অধীন বিষ্ণু; বিষ্ণুর নিদ্রা হইলে সহজেই তাহার ভঙ্গ হইত, নিদ্রার বিষ্ণু বলিয়াই তাহা ঘটে নাই। আবার মধু কৈটভ যুদ্ধে ভগবান্ পরিশ্রান্ত হইলে, শাস্ত্র তখন বলিতেছেন—

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়া বিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোস্মত্তোব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥

সেই অতিবলোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় মহামায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া কেশবকে বলিল, তুমি আমাদিগের নিকট হইতে বরগ্রহণ কর। মহামায়া কর্ত্তৃক এই মোহই বা কিরূপ? তিনি কোন্ সময়ে, কি উপায়ে অসুরমোহন করিলেন, আর দৈত্যদ্বয়ই বা কেন অকস্মাৎ ভগবান্‌কে বর গ্রহণ করিতে বলিল, চণ্ডীতে তাহার বিশেষ উল্লেখ কিছুই নাই। বস্তুতঃ চণ্ডীতে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও তাহা অতিসংক্ষিপ্ত, তাই এই সকল কূট প্রশ্নের সদুত্তর চণ্ডী হইতে পাইবার উপায় নাই, এ জন্য, দেবী ভাগবত হইতে মধু কৈটভ বধ মাহাত্ম্যের আবশ্যকীয় অংশ গুলি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ তাহা হইতেই মধু কৈটভবধের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইয়া নিজ নিজ সন্দেহ বিদূরিত করিবেন।

সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যার পর মধুকৈটভ দেবীর নিকটে ইচ্ছা-মরণ বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কমলাসন অধিকার করিবার নিমিত্ত

যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে ব্রহ্মা মহাভীত হইয়া বিষ্ণুকে স্তব করিয়াও যখন জাগ্রৎ করিতে পারিলেন না, সেই স্থলে শাস্ত্র বলিতেছেন—

এবং স্তুতোপি ভগবান্ ন বুবোধ যদা হরিঃ।
যোগনিদ্রাসমাক্রান্ত স্তদা ব্রহ্মা হ্যচিন্তয়ৎ॥ ১॥
নূনং শক্তি সমাক্রান্তো বিষ্ণু র্নিদ্রাবশং গতঃ।
জজাগার ন ধর্ম্মাত্মা কিং করোম্যদ্য দুঃখিতঃ॥ ২॥
হন্তুকামাবুভৌ প্রাপ্তৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি নাস্তি মে শরণং ক্বচিৎ॥ ৩॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চ।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তা মেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ॥ ৪॥
বিচার্য্য মনসাপ্যেবং শক্তি র্মে রক্ষণে ক্ষমা।
যয়াদ্য চেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোস্তি স্পন্দবর্জ্জিতঃ॥ ৫॥
ব্যস্থ র্যথা ন জানাতি গুণান্ শব্দাদিকানিহ।
তথা হরি র্ন জানাতি নিদ্রা মীলিতলোচনঃ॥ ৬॥
ন জহাতি যদা নিদ্রাং বহুধা সংস্তুতোপ্যসৌ।
মন্যে নাস্য বশে নিদ্রা নিদ্রয়ায়ং বশীকৃতঃ॥ ৭॥
যো যস্য বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল।
তস্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ং স্বামিনী মাপতে র্হরেঃ॥ ৮॥
সিন্ধুজায়া অপি বশে যয়া স্বামী বশীকৃতঃ
নূনং জগদিদং সর্ব্বং ভগবত্যা বশীকৃতং॥ ৯॥
অহং বিষ্ণু স্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রীচ রমাপ্যুমা।
সর্ব্বে বয়ং বশেপ্যস্যা নাত্র কিঞ্চিদ্বিচারণা॥ ১০॥
হরিরপ্যবশঃ শেতে যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
যয়াভিভূতঃ কা বার্ত্তা কিলান্যেষাং মহাত্মনাং॥ ১১॥
স্তৌম্যদ্য যোগনিদ্রাং বৈ যয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
ঘটয়িষ্যতি যুদ্ধেচ বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥ ১২॥

ইতি কৃত্বা মতিং ব্রহ্মা পদ্মনাল স্থিত স্তদা।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তাং বিষ্ণোরঙ্গেষু সংস্থিতাং ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মোবাচ। দেবি ত্বমস্য জগতঃ কিল কারণংহি।
জ্ঞাতং ময়া সকল বেদ বচোভি রম্ব ॥
যদ্ বিষ্ণুরপ্যখিল লোক বিবেক কর্ত্তা
নিদ্রাবশঞ্চ গমিতঃ পুরুষোত্তমোদ্য ॥ ১৪ ॥
কো বেদ তে জননি মোহ বিলাসলীলাং।
মূঢ়োস্ম্যহং হরিরয়ং বিবশশ্চ শেতে ॥
ঈদৃক্‌তয়া সকল ভূতমনোনিবাসে
বিদ্বত্তমো বিবুধকোটিষু নির্গুণায়াঃ ॥ ১৫ ॥
সাংখ্যা বদন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ যাং তাং।
চৈতন্যভাবরহিতাং জগতশ্চ কর্ত্রীং।
কিং তাদৃশাসি কথমত্র জগন্নিবাস
শ্চৈতন্যতাবিরহিতো বিহিত স্ত্বয়াদ্য ॥ ১৬ ॥
নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধ প্রকারং।
নো বেত্তি কোপি তব কৃত্যবিধান যোগং।
ধ্যায়ন্তি যাং মুনিগণা নিয়তং ত্রিকালং।
সন্ধ্যেতি নাম পরিকল্প্য গুণান্ ভবানি ॥ ১৭ ॥
বুদ্ধির্হি বোধকরণা জগতাং সদা ত্বং।
শ্রীশ্চাসি দেবি সততং সুখদা সুরাণাং।
কীর্ত্তি স্তথা মতি ধৃতী কিল কান্তিরেব।
শ্রদ্ধা রতিশ্চ সকলেষু জনেষু মাতঃ ॥ ১৮ ॥
নাতঃ পরং কিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং।
প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন।
ত্বঞ্চাত্র সর্ব্বজগতাং জননীতি সত্যং
নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিণাত্র দৃষ্টং ॥ ১৯ ॥

* * * * * *

উত্তিষ্ঠ দেবি কুরু রূপ মিহাদ্‌ভুতং ত্বং ।
মাং বা ত্বিমৌ জহি যথেচ্ছসি বাললীলে ॥
নোচেৎ প্রবোধয় হরিং নিহনেদিমৌ য-
স্ত্বৎসাধ্য মেতদখিলং কিল কার্য্যজাতং ॥ ২০ ॥
সূত উবাচ । এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা ।
নিঃসৃত্য হরিদেহাত্তু সংস্থিতা পার্শ্বত স্তদা ॥ ২১ ॥
ত্যক্ত্বাঙ্গানিচ সর্ব্বানি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ।
নির্গতা যোগনিদ্রা সা নাশায় চ তয়োস্তদা ॥
বিস্পন্দিত শরীরোসৌ যদা জাতো জনার্দ্দনঃ ।
ধাতা পরমিকাং প্রাপ্তো মুদং দৃষ্ট্বা হরিং ততঃ ॥ ২২ ॥

অপিচ তত্রৈব অষ্টমাধ্যায়ে—মধুকৈটভ-যুদ্ধে—

পঞ্চ বর্ষ সহস্রাণি যদা জাতানি যুধ্যতা ।
হরিণা চিন্তিতং তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ১ ॥
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি ময়া যুদ্ধং কৃতং কিল ।
ন শ্রান্তো দানবৌ ঘোরৌ শ্রান্তোহং চৈতদদ্ভুতং ॥ ২ ॥
ক গতং মে বলং শৌর্য্যং কস্মাচ্চেমাবনাময়ৌ ।
কিমত্র কারণং চিন্ত্যং বিচার্য্য মনসা ত্বিহ ॥ ৩ ॥
ইতি চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা হরিং হর্ষপরাবুভৌ ।
ঊচতুস্তৌ মদোন্মত্তৌ মেঘগম্ভীর নিঃস্বনৌ ॥ ৪ ॥
তব নোচেদ্ বলং বিষ্ণো যদি শ্রান্তোসি যুদ্ধতঃ ।
ব্রূহি দাসোস্মি বাং নূনং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিং ॥ ৫ ॥
নচেদ্ যুদ্ধং কুরুষ্বাদ্য সমর্থোসি মহামতে !
হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যমি পুরুষঞ্চ চতুর্ম্মুখং ॥ ৬ ॥

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা তদ্ ভাষিতং বিষ্ণু স্তয়ো স্তস্মিন্ মহোদধৌ ।

উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সাম পূর্ব্বং মহামনাঃ ॥ ৭ ॥

হরিরুবাচ।

শ্রান্তে ভীতে ত্যক্তশস্ত্রে পতিতে বালকে তথা।
প্রহরন্তি ন বীরাস্তে ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ৮ ॥
পঞ্চ বর্ষ সহস্রানি কৃতং যুদ্ধং ময়া ত্বিহ।
একোহং ভ্রাতরৌ বাং চ বলিনৌ সদৃশৌ তথা ॥ ৯ ॥
কৃতং বিশ্রমনং মধ্যে যুবাভ্যাঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তথা বিশ্রমনং কৃত্বা যুধ্যেহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
তিষ্ঠতাং হি যুবাং তাবদ্ বলবন্তৌ মদোৎকটৌ।
বিশ্রম্যাহং করিষ্যামি যুদ্ধং বা ন্যায়মার্গতঃ ॥ ১১ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচ স্তস্য বিশ্রব্ধৌ দানবোত্তমৌ।
সংস্থিতৌ দূরত স্তত্র সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ১২ ॥
অতিদূরেচ তৌ দৃষ্ট্বা বাসুদেব শ্চতুর্ভুজঃ।
দধ্যৌচ মনসা তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ১৩ ॥
চিন্তনাজ্ জ্ঞানমুৎপন্নং দেবীদত্তবরাবুভৌ।
কামং বাঞ্ছিতমরণৌ ন মমুতুরতস্ত্বিমৌ ॥ ১৪ ॥
বৃথা ময়া কৃতং যুদ্ধং শ্রমোয়ং মে বৃথাগতঃ।
করোমিচ কথং যুদ্ধমেবং জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ং ॥ ১৫ ॥
অকৃতেচ তথা যুদ্ধে কথ মেতৌ গমিষ্যতঃ।
বিনাশং দুঃখদৌ নিত্যং দানবৌ বরদর্পিতৌ ॥ ১৬ ॥
ভগবত্যা বরো দত্ত স্তয়া সোপিচ দুর্ঘটঃ।
মরণং চেচ্ছয়া কামং দুঃখিতোপি ন বাঞ্ছতি ॥ ১৭ ॥
রোগগ্রস্তোপি দীনোপি ন মুমূর্ষতি কশ্চন।
কথঞ্চেমৌ মদোন্মত্তৌ মর্ত্তুকামৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ১৮ ॥
নম্বদ্য শরণং যামি বিদ্যাং শক্তিং সুকামদাং।

বিনা তয়া ন সিধ্যন্তি কামাঃ সম্যক্ প্রসন্নয়া ॥ ১৯ ॥
এবং সঞ্চিন্তমানস্তু গগণে সংস্থিতাং শিবাং ।
অপশ্যদ্ ভগবান্ বিষ্ণু র্যোগনিদ্রাং মনোহরাং ॥ ২০ ॥
কৃতাঞ্জলিরমেয়াত্মা তাং চ তুষ্টাব যোগবিৎ ।
বিনাশার্থং তয়ো স্তত্র বরদাং ভুবনেশ্বরীং ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

নমো দেবি মহামায়ে ! সৃষ্টি সংহারকারিণি ।
অনাদিনিধনে চণ্ডি ভুক্তি মুক্তি প্রদে শিবে ॥ ২২ ॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণং তথা ।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে ॥ ২৩ ॥
অনুভূতো ময়া তেদ্য প্রভাব শ্চাতিদুর্ঘটঃ ।
যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সংজাতোস্মি বিচেতনঃ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মণা চাতি যত্নেন বোধিতোপি পুনঃ পুনঃ ।
ন প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বথাহং সঙ্কোচিত ষড়িন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অচেতনত্বং সংপ্রাপ্তঃ প্রভাবাত্তব চাম্বিকে ।
ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতং ॥ ২৬ ॥
শ্রান্তোহং নচ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ ।
ব্রহ্মাণং হন্তুমায়াতৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ২৭ ॥
আহূতৌ চ ময়া কামং দ্বন্দ্ব যুদ্ধায় মানদে ।
কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্ণবে ॥ ২৮ ॥
মরণে বরদানং তে ততো জ্ঞাতং মহাদ্ভুতং ।
জ্ঞাত্বাহং শরণং প্রাপ্ত স্ত্বা মদ্য শরণ প্রদাং ॥ ২৯ ॥
সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিন্নোহং যুদ্ধকর্ম্মণা ।
দৃপ্তৌ তৌ বরদানেন তব দেবার্ত্তিনাশনে ॥ ৩০ ॥
হন্তুং মা মুদ্যতৌ পাপৌ কিং করোমি ক্ব যামি চ ।
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী স্মিতপূর্ব্ব মুবাচ হ ॥ ৩১ ॥

প্রণমন্তং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনং।
বঞ্চয়িত্বা স্থিরৌ শূরৌ হন্তব্যৌ চ বিমোহিতৌ ॥ ৩২ ॥
মোহয়িষ্যাম্যহং নূনং দানবৌ বক্রয়া দৃশা।
জহি নারায়ণাশুত্বং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ।

তৎ শ্রুত্বা বচনং বিষ্ণু স্তস্যাঃ প্রীতিরসান্বিতং।
সংগ্রামস্থল মাসাদ্য তস্থৌ তত্র মহার্ণবে ॥ ॥ ৩৪ ॥
তদায়াতৌ চ তৌ ধীরৌ যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণুং স্থিতং তত্র হর্ষযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৫ ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাকাম কুরু যুদ্ধং চতুর্ভুজ।
দৈবাধীনৌ বিদিত্বাদ্য নূনং জয় পরাজয়ৌ ॥ ৩৬ ॥
সবলোজয় মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্ব্বলঃ।
সর্ব্বথৈব ন কর্ত্তব্যৌ হর্ষশোকৌ মহাত্মনা ॥ ৩৭ ॥
পুরা বৈ বহবো দৈত্যা জিতা দানববৈরিণা।
অধুনা চানয়োঃ সার্দ্ধং যুধ্যমানঃ পরাজিতঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তা তৌ মহাবাহূ যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ
বীক্ষ্য বিষ্ণু র্জঘানাসৌ মুষ্টিনাদ্ভুতকর্ম্মণা। ৩৯।
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ জঘ্নতু র্মুষ্টিনা হরিং
এবং পরস্পরং জাতং যুদ্ধং পরমদারুণং। ৪০।
যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ দৃষ্ট্বা নারায়ণ স্তদা
অপশ্যৎ স মুখং দেব্যাঃ কৃত্বা দীনাং দৃশং হরিঃ। ৪১।
সূত উবাচ। তংবীক্ষ্য তাদৃশং বিষ্ণুং করুণারসসংযুতং
জহাসাতীবতাম্রাক্ষী বীক্ষমাণা তদাসুরৌ। ৪২।
তৌ জঘান কটাক্ষৈশ্চ কামবাণৈরিবাপরৈঃ
মন্দস্মিতযুতৈঃ কাম প্রেমভাবযুতৈরমু। ৪৩।

দৃষ্ট্বা মুমুহতুঃ পাপৌ দেব্যা বক্রবিলোকনং
বিশেষ মিতি মন্বানৌ কাম বাণাতিপীড়িতৌ । ৪৪ ।
বীক্ষ্যমানৌ স্থিতৌ তত্র তাং দেবীং বিশদপ্রভাং
হরিণাপিচ তদ্ দৃষ্টং দেব্যা স্তত্র চিকীর্ষিতং । ৪৫ ।
মোহিতৌ তৌ পরিজ্ঞায় ভগবান্ কার্য্যবিত্তমঃ
উবাচ তৌ হসন্ শ্লক্ষ্ণং মেঘগম্ভীরয়া গিরা । ৪৬ ।
বরং বরয়তাং বীরৌ যুবয়ো র্যোভিবাঞ্ছিতঃ
দদামি পরমপ্রীতো যুদ্ধেন যুবয়োঃ কিল । ৪৭ ।
দানবা বহবো দৃষ্টা যুধ্যমানা ময়া পুরা
যুবয়োঃ সদৃশঃ কোপি ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ । ৪৮ ।
তস্মাত্তুষ্টোস্মি কামং বৈ নিস্তুলেন বলেনচ
ভ্রাত্রোশ্চ বাঞ্ছিতং কামং প্রযচ্ছামি মহাবলৌ । ৪৯ ।

সূত উবাচ ।

তৎ শ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোঃ সাভিমানৌ স্মরাতুরৌ
বীক্ষ্যমানৌ মহামায়াং জগদানন্দকারিণীং । ৫০ ।
তমূচতুশ্চ কামার্ত্তৌ বিষ্ণুং কমললোচনং
হরে ন যাচকাবাবাং ত্বং কিং দাতুমিহেচ্ছসি । ৫১ ।
দদাব তুভ্যং দেবেশ দাতারৌ নৌ ন যাচকৌ
প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ মনোভিলষিতং বরং । ৫২ ।
তুষ্টৌ স্ব স্তব যুদ্ধেন বাসুদেবাদ্ভুতেন চ । ৫৩ ।
তয়ো স্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ
ভবেতা মদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি । ৫৪ ।

সূত উবাচ ।

তৎ শ্রুত্বা বচনং বিষ্ণো র্দানবৌ চাতিবিস্মিতৌ
বঞ্চিতা বিতি মন্বানৌ তস্থতুঃ শোকসংযুতৌ । ৫৫ ।
বিচার্য্য মনসা তৌতু দানবৌ বিষ্ণুমূচতুঃ

প্রেক্ষ্য সর্ব্বং জলময়ং ভূমিং স্থলবিবর্জিতাং। ৫৬।
হরে যোয়ং বরো দত্ত স্ত্বয়া পূর্ব্বং জনার্দন।
সত্যবাগসি দেবেশ দেহি তং বাঞ্ছিতং বরং। ৫৭।
নির্জলে বিপুলে দেশে হনস্ব মধুসূদন
বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্ ভব মাধব। ৫৮।
স্মৃত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তা বুবাচ হসন্ হরিঃ
হন্ম্যদ্য বাং মহাভাগৌ নির্জলে বিপুলে স্থলে। ৫৯।
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ ঊরূ কৃত্বাতিবিস্তরৌ
দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জলঞ্চ জলোপরি। ৬০।
নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতা মিহ
সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামিচ বাং তথা। ৬১।
তদাকর্ণ্য বচ স্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ
বর্দ্ধয়ামাসতু র্দেহং যোজনানাং সহস্রকং। ৬২।
ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা
শীর্ষে সংদধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্ভুতে। ৬৩।
রথাঙ্গেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা
জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ। ৬৪।
গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্ত স্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ। ৬৫।
মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমন্ততঃ
অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ। ৬৬।
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোস্মি সুনিশ্চিতং
মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ। ৬৭।
আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে। ৬৮।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ

পূজনীয়া পরা শক্তিঃ সগুণা নির্গুণাথবা । ৬৯ ।

যোগনিদ্রা সমাক্রান্ত ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই রূপ স্তুত হইয়াও যখন চৈতন্য লাভ করিলেন না, ব্রহ্মা তখন চিন্তা করিলেন, বিষ্ণু নিশ্চয় সেই মহাশক্তি কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। ধর্ম্মস্থাপক হইয়াও ইনি যখন এই অধর্ম্ম সঙ্কটে জাগরিত হইলেন না, তখন আমি দুঃখার্ত্ত হইলেই বা কি করিব ॥ ১ । ২ ॥ মদগর্ব্বিত দানব দ্বয় আমার বধাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার রক্ষাকর্ত্তা কোথাও নাই ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মা মনে মনে এই রূপ চিন্তা পূর্ব্বক উপায় স্থির করিয়া একাগ্রহৃদয়ে সেই যোগ নিদ্রার স্তব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ॥ ৪ ॥ তৎকালে মনে মনে তাঁহার ইহাই বিচারিত হইয়াছিল যে, এই অপরিহার্য্য বিপৎ-কালে সেই এক মাত্র মহাশক্তিই আমাকে রক্ষা করিতে সক্ষমা, যৎ-কর্ত্তৃক নিত্যচৈতন্যময় বিষ্ণু পর্য্যন্তও স্পন্দবর্জ্জিত হইয়াছেন । ৫ । মৃত ব্যক্তি যেমন শব্দাদি ভূতগুণ সকল কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ নিদ্রামুদ্রিতলোচন হরিও আজ্ মৎকৃত স্তবাদি কিছুই অবগত হইতে পারিতেছেন না ॥ ৬ ॥ মৎকর্ত্তৃক বহু প্রকারে সংস্তুত হইয়াও ইনি যখন নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখনই ইহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, নিদ্রা ইহাঁর বশীভূতা নহেন কিন্তু ইনি নিদ্রা কর্ত্তৃক বশীকৃত । ৭ । যিনি যাঁহার বশতাপন্ন হয়েন, নিশ্চয় তিনি তাঁহার কিঙ্কর, সেই হেতু এই যোগনিদ্রা ভগবান্ শ্রীপতি হরিরও অধীশ্বরী । ৮ । ভগবান্ বিষ্ণু কেবল সেই পূর্ণতমা পরমেশ্বরী কর্ত্তৃক অধিকৃত ইহাই নহে, তাঁহার অংশাবতারেরও ইনি বশংবদ, তাই সিন্ধু-নন্দিনী কমলার প্রেমে কমলাক্ষ নিত্যবদ্ধ । অতএব শক্তিরূপে ভগবতী কর্ত্তৃক এই রূপে নিখিল জগৎ বশীকৃত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত । ৯ । কি আমি, কি বিষ্ণু, কি শম্ভু, কি সাবিত্রী, কি রমা, কি উমা, আমরা সকলেই সেই সর্ব্বেশ্বরীর বশে অবস্থিত, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ

নাই। ১০। যৎকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া ভগবান্ হরিও প্রাকৃত জনের ন্যায় অবশ অঙ্গে নিদ্রিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রভাবে অন্য মহাত্মাগণ মুগ্ধ হইবেন ইহার আর কথা কি ?। ১১। স্তব দ্বারা অদ্য আমি সেই যোগনিদ্রাকেই প্রসন্না করিব, যৎকর্ত্তৃক মুক্ত হইলে জনার্দ্দন বাসুদেব যুদ্ধ ঘটনায় নিযুক্ত হইবেন। ১২। ভগবান্ ব্রহ্মা এই বুদ্ধি স্থির করিয়া বিষ্ণু-নাভিকমলনালে অবস্থিতি পূর্ব্বক নারায়ণের অঙ্গ-সংস্থিতা, সেই যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ।১। মাতঃ! সকল বেদবাক্য দ্বারা আমি ইহাই অবগত হইয়াছি যে, দেবি! আপনিই এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র কারণ, যে হেতু অখিল লোকস্থিতি জাগরূক পুরুষোত্তম বিষ্ণুও অদ্য ত্বৎকর্তৃক নিদ্রার বশতাপন্ন হইয়াছেন। ১৪। সর্ব্বভূতান্তর্যামিনি জননি! তুমি গুণাতীতা, কোটি কোটি দেব মণ্ডলী মধ্যে এমন জ্ঞানিপ্রবর কে আছেন, যিনি তোমার মোহবিলাসলীলাকে ঈদৃক্তা স্বরূপে [" এই রূপ " বলিয়া নিশ্চয় সহকারে] অবগত হইবেন ? যে বিষয়ে আমি [ব্রহ্মা] বিমুগ্ধ এবং স্বয়ং নারায়ণ বিবশ দেহে নিদ্রিত। ১৫। সাংখ্যগণ যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকেই আবার চৈতন্যভাবরহিতা জগৎকর্ত্রী প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করেন, তুমি কি যথার্থই সেই প্রকৃতিরূপা, অন্যথা তুমি স্বয়ং চৈতন্যভাব রহিতা না হইলে জগচ্চৈতন্য-নিধান-ভূমি নারায়ণ কেন অদ্য তোমার সংশ্রয়ে চৈতন্য বিরহিত হইবেন ? [ব্যাজস্তুতি] । ১৬। ভবানি! তুমি সগুণা হইয়া বিবিধ প্রকার নাট্য বিস্তার করিতেছ, কাহার সাধ্য সেই তোমার সৃষ্টিযোগ প্রক্রিয়া অবগত হইবে, মুনিগণও ত্রিকালে " সন্ধ্যা " এই নাম এবং গুণ সকল পরিকল্পনা করিয়া নিয়ত যাঁহার ধ্যান করেন।১৭। মাতঃ! তুমিই সর্ব্বদা ত্রিজগতের জ্ঞাননিমিত্তভূতা বুদ্ধিরূপিণী। দেবি! তুমিই সতত সুরকুল-সুখদায়িনী লক্ষ্মীরূপিণী এবং ত্রিভুবনজন হৃদয়ে কীর্ত্তি মতি ধৃতি কান্তি শ্রদ্ধা রতি স্বরূপিণী। ১৮। এই দুঃখ-দুর্গতিগত

হইয়া শত বিতর্ক দ্বারাও আমি ইহার পর আর প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম না, তুমিই সর্ব্বজগতের এক মাত্র জননী, ইহাই সত্য প্রমাণ, অন্যথা ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী ব্রহ্মাদিজননী না হইলে কাহার সাধ্য ব্রহ্মময় সন্তানকে নিদ্রিত করিতে পারে ?। ১৯।

* * * * * * *

দেবি ! নারায়ণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উত্থিত হও, অদ্‌ভুত রূপ ধারণ কর। বাললীলে ! বালকের ন্যায় ইচ্ছাময় লীলা তোমার, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার। হয় আমাকে অথবা এই দৈত্যদ্বয়কে বধ কর, আর যদি স্বয়ং বধ না কর, তবে হরিকে প্রবোধিত কর, যিনি জাগরিত হইয়া ইহা দিগকে হত করিবেন। তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই বধ কর, অথবা পরোক্ষে থাকিয়া বিষ্ণুর দ্বারাই বধ কর, উভয় প্রকারে ইহাই একমাত্র তোমারই কার্য্য, ।২০। সূত বলিলেন—ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক একার্ণব সলিলমধ্যে সেই তামসী [নিদ্রারূপিণী] দেবী এইরূপে স্তুতা হইয়া দৈত্য দ্বয়ের বিনাশার্থ অতুলতেজা বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া মনোহর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভগবৎ পার্শ্বে দণ্ডায়-মানা হইলেন। ২১। দেবী এইরূপে ভগবানের দেহ হইতে নিঃসৃতা হইলে জনার্দন যখন বিস্পন্দিতশরীর হইলেন, তৎকালে নারায়ণের চেতনা সঞ্চার দেখিয়া বিধাতাও পরমানন্দ লাভ করিলেন। ২২।

পুনশ্চ অষ্টমাধ্যায়ে মধুকৈটভ যুদ্ধ প্রসঙ্গে—

যুদ্ধ ব্যাপারে যখন পঞ্চ সহস্র বর্ষ সম্পূর্ণ হইল, তখন নারায়ণ তাহা দিগের মরণের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১। পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্যন্ত আমি এই যুদ্ধ করিলাম, তথাপি ভয়ঙ্কর দানব দ্বয় শ্রান্ত হইল না, কিন্তু আমি পরিশ্রান্ত হইলাম ইহাই আশ্চর্য্য ।২। অশ্রান্ত যুদ্ধ ব্যাপারে আমার সেই বল বীর্য্য কোথায় গিয়াছে, কিন্তু ইহারা উভয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ সবল রহিয়াছে, ইহারই বা কারণ কি, তাহাও চিন্তার বিষয় । ৩ । নারায়ণকে এই রূপ চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া

মদোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় আনন্দভরে অধীর হইয়া মেঘগম্ভীরনিস্বনে বলিতে লাগিল। ৪। বিষ্ণো! যদি তোমার বল না থাকে, যদি যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তবে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বল " নিশ্চয় তোমাদিগের দাস হইলাম, " অন্যথা যদি সমর্থ হও, তবে যুদ্ধ কর, অগ্রে তোমাকে বধ করিয়া পরে এই চতুর্ম্মুখ পুরুষকে হত করি। ৫। ৬। সূত বলিলেন, মহোদধিমধ্যে একাকী যোদ্ধা মহাবুদ্ধি বিষ্ণু তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মৃদু মধুর বচনবিন্যাসে বলিলেন, শ্রান্ত ভীত ত্যক্তশস্ত্র পতিত এবং বালক, ইহাদিগের প্রতি বীরগণ কখনও প্রহার করেন না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৭। ৮। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু আমি একাকী, তোমরা উভয় ভ্রাতা, তাহাতে আবার উভয়েই বলী এবং উভয়েই সমান শক্তিসম্পন্ন; তোমরা ক্রমান্বয়ে এক এক জন আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, সুতরাং যুদ্ধমধ্যে পুনঃ পুনঃ তোমাদের বিশ্রাম ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি আদ্যন্ত একাকী, অতএব ন্যায়ানুসারে আমিও তোমাদের উভয়ের পরিমাণে বিশ্রাম করিয়া তবে যুদ্ধ করিব। ৯। ১০। যদিও তোমরা বলবান্ এবং মদোন্মত্ত, তথাপি ন্যায়ানুসারে আমার বিশ্রাম কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে তোমরা অবশ্য বাধ্য, বিশ্রামান্তে ন্যায়ানুসারে আমিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। ১১। সূত বলিলেন, ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানব দ্বয় বিস্মিত এবং সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত হইল। ১২। তখন দৈত্যদ্বয়কে অতিদূরে অবস্থিত দেখিয়া বাসুদেব মনে মনে তাহাদিগের মরণের কারণ অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের জ্ঞান উৎপন্ন হইল যে, দেবী ইহাদিগের উভয়কেই ইচ্ছামরণ বর দান করিয়াছেন, এই জন্যই ইহারা যুদ্ধশ্রমে ম্লান হয় নাই। ১৩। ১৪। এই মূলতত্ত্ব অনুস্মরণ না করিয়া বৃথা আমি যুদ্ধ করিলাম, বৃথা আমার পরিশ্রম গত

হইল, আর এখনও এ তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়া যুদ্ধ করিই বা কিরূপে ? আবার, যুদ্ধ না করিলেই বা দেবকুলের নিত্যদুঃখদ বরদর্পিত দানব-দ্বয় নিহত হইবে কি উপায়ে ? । ১৫ । ১৬ । ভগবতী ইহাদিগকে যে বর দান করিয়াছেন, তাহাও ত অতিদুর্ঘট, কারণ ; নিতান্ত দুঃখিত হইলেও কেহ ইচ্ছাক্রমে মৃত্যুকে বাঞ্ছা করেনা । ১৭ । রোগগ্রস্ত এবং দরিদ্র হইলেও যখন কেহ মরণ ইচ্ছা করে না, তখন এই মদোন্মত্ত অসুর দ্বয় ইচ্ছাক্রমে মরণ কামনা করিবে কেন ? । ১৮ । যাহা হউক, অদ্য আমি সেই সর্ব্বকামপ্রদাত্রী শক্তিরূপিণী মহাবিদ্যার শরণাপন্ন হই, কারণ তিনি সম্যক্ প্রসন্না না হইলে কোন কামনাই সিদ্ধ হয় না । ১৯ । ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, শিবসীমন্তিনী যোগনিদ্রা মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগণ-মণ্ডলে সংস্থিতা রহিয়াছেন, অনন্তর অনন্তশক্তিমান্ যোগেশ্বর নারায়ণ অসুর দ্বয়ের বিনাশার্থে কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বরদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ২০ । ২১ । অয়ি অনাদি নিধনে ! সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণি ! ভোগমোক্ষদায়িনি ! শিবনিতম্বিনি মহামায়ে চণ্ডি ! দেবি ! তোমাকে প্রণাম । ২২ । দেবি ! তোমার কি সগুণ কি নির্গুণ কোন রূপই জানিনা, যাঁহার রূপের তত্ত্বই জানি না, তাঁহার সংখ্যাতীত চরিত্র সকল জানিব কিরূপে ? তবে, তোমার প্রভাবের অনুভব দুর্ঘট হইলেও অদ্য আমা কর্ত্তৃক এই পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছে যে, আমি তোমার প্রভাবেই নিদ্রালীন এবং বিচেতন হইয়াছিলাম । ২৩ । ২৪ । ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অতি যত্ন সহকারে বারংবার বোধিত হইয়াও আমি জাগরিত হইতে পারি নাই । অম্বিকে ! তোমারই প্রভাবে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ সঙ্কোচিত হওয়ায় আমি সর্ব্বথা চৈতন্যহীন হইয়াছিলাম, আবার ত্বৎকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াই জাগরিত হইয়াছি এবং বহু যুদ্ধও করিয়াছি । ২৫ । ২৬ । এই বহুকালব্যাপী যুদ্ধে আমি শ্রান্ত হইলাম, কিন্তু মাতঃ ! তোমার প্রদত্তবর-প্রভাবে

বীরবর অসুর দ্বয় কিছুতেই শ্রান্ত হইল না। মদগর্ব্বিত দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে হত করিবার নিমিত্ত আগত হইলে যথেচ্ছা দ্বন্দ্ব যুদ্ধার্থ আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিলাম এবং এই মহার্ণব মধ্যে তাহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধও করিলাম। ২৭। ২৮। কিন্তু মানদে! তুমি যাহাদিগকে সম্মান দিয়াছ, কাহার সাধ্য তাহাদিগকে অপমানিত করে? পঞ্চসহস্রবৎসর যুদ্ধের পরেও যখন দেখিলাম, তাহারা ক্লান্ত বা ক্ষান্ত হইল না, তখনই জানিলাম, তাহাদিগের মরণ সম্বন্ধে তুমি অদ্ভুত বর দান করিয়াছ, তাহা জানিয়াই অদ্য অশরণ-শরণ-দায়িনীর শরণাপন্ন হইয়াছি। ২৯। মাতঃ! এই অতিদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধকার্য্যে আমি খিন্ন হইয়াছি, দেবার্ত্তিনাশিনি! দেবকার্য্যে আমার সাহায্য কর। তোমার বরপ্রভাবে দর্পিত হইয়াই পাপাবতার অসুরদ্বয় আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, মাতঃ! বল আমি এ ঘোর সঙ্কটে তোমার শরণাগত না হইয়া কি করিব? কোথায় যাইব। ৩০। ৩১। দেবী এই রূপে উক্তা হইয়া মৃদু মন্দ হসিত বদনে প্রণত জগৎপতি বাসু-দেবকে বলিলেন, এই বীরদ্বয়কে বিমোহিত এবং বঞ্চিত করিয়া বধ করিতে হইবে। ৩২। নারায়ণ! কুটিল কটাক্ষ ক্ষেপে আমি ইহাদিগকে মোহিত করিব, তৎপরে আমার মায়ামোহিত অসুরদ্বয়কে তুমি শীঘ্র বিনাশ করিবে। ৩৩। সূত বলিলেন, দেবীর সেই প্রীতিস্নেহ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পুনর্ব্বার সেই মহার্ণবমধ্যে সংগ্রাম স্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন॥ ৩৪॥ অনন্তর সেই মহাবল ধীর বীর-দ্বয় যুদ্ধার্থী হইয়া সেই স্থলে সমাগত হইল এবং বিষ্ণুকে পূর্ব্বেই তথাতে অবস্থিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল॥ ৩৫॥ মহাকায়! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমরা দ্বিভুজ, তুমি চতুর্ভুজ, তথাপি জয় পরাজয় দৈবাধীন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অদ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। ৩৬। সবল চিরকালই জয়লাভ করে, দুর্ব্বল দৈবাৎ কদাচিৎ জয়ী হয়, অতএব জয় পরাজয় বিষয়ে মহাত্মা কর্ত্তৃক সর্ব্বথাই হর্ষ এবং শোক

অকর্ত্তব্য ॥ ৩৭ ॥ দানববৈরিন্ ! পূর্ব্বে তোমা কর্তৃক বহু দৈত্য পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমিই পরাজিত হইলে ॥ ৩৮ ॥ সূত বলিলেন, এই বলিয়া মহাবাহু দানবদ্বয়কে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখিয়া বিষ্ণু অদ্ভুত প্রক্রিয়াবলে তাহাদিগকে বিষম মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, তাহারাও উভয়ে ভুজবল-মদোন্মত্ত হইয়া ভগবানের অঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল, এই রূপে পরস্পর পরম দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল । ৩৯ । ৪০ । মহাবীর্য্য দানবদ্বয়কে এই রূপে যুদ্ধ্যমান দেখিয়া নারায়ণ তৎকালে কাতরনয়নে দেবীর মুখমণ্ডলে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন । ৪১ । সূত বলিলেন, বিষ্ণুকে তাদৃশ কাতরাক্ষ এবং দুঃখাপন্ন দেখিয়া স্বভাব-তরুণারুণবর্ণ-নয়না দেবী নয়নত্রয়কে সমধিক আরক্ত করিয়া অসুরদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক হাস্য করিলেন এবং মৃদু মন্দ হাস্যচ্ছটার সঙ্গে সঙ্গে কাম এবং প্রেম ভাবসংমিশ্রিত কন্দর্পের পঞ্চবাণাতিরিক্ত শর সদৃশ ঘণ ঘণ কুটিল কটাক্ষে তাহাদিগকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিলেন । ৪২ ॥ ৪৩ । কামবাণ-প্রপীড়িত পাপমূর্ত্তি দানবদ্বয় দেবীর সেই বঙ্কিম বিলোকনকে বিশেষ অনুকূল মনে করিয়া মুগ্ধ হইল এবং নিশ্চল ভাবে অবস্থিত হইয়া বিশদপ্রভা দেবীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । কার্য্যকৌশলবিক্তম বিষ্ণুও তৎকালে দেবীর সেই অভিপ্রেত কার্য্য দর্শন করিলেন এবং দৈত্যদ্বয়কে বিমোহিত জানিয়া হাস্য পূর্ব্বক মধুর মেঘগম্ভীর নিনাদে বলিলেন ॥ ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ॥ বীরদ্বয় ! তোমাদিগের যুদ্ধে পরম প্রীত হইয়াছি, যাহা তোমাদিগের অভিবাঞ্ছিত, সেই বর প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিব । । ৪৭ । পূর্ব্বে আমি যুধ্যমান বহু দানবকে দেখিয়াছি, কিন্তু তোমাদিগের সদৃশ যোদ্ধা কাহাকেও দেখি নাই এবং শুনি নাই এজন্য তোমাদিগের উভয় ভ্রাতার অতুল্য বীর্য্যবলে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতেছি । ৪৯ । সূত বলিলেন, দৈত্যদ্বয় একতঃ জগদানন্দনিদান-ভূমি মহামায়াকে দর্শন করিয়াই

তাঁহার মায়া প্রভাবে কামার্ত্ত, দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে অভিমানান্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিল, হরে ! তুমি আমাদিগকে কি দান করিতে চাও, আমরা যাচক নই, বরং আমরা তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদিগকে দাতা বলিয়া জানিও, যাচক বলিয়া নহে। হৃষীকেশ ! তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, বাসুদেব ! আমরাও তোমার অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছি। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। জনার্দ্দন তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তরে প্রার্থনা করিলেন, "যদি তোমরা সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে অদ্য আমাকে এই বর প্রদান কর যে, তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হইবে। ৫৪। সূত বলিলেন, দানবদ্বয় বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণে অতিবিস্মিত হইয়া এবং আত্মাকে বঞ্চিত মনে করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থিত হইল। ৫৫। অনন্তর সমস্ত জগৎ জলময় এবং ভূমিকে (আধারকে) স্থলবিবর্জ্জিত দেখিয়া মনে মনে বিচার পূর্ব্বক বিষ্ণুকে বলিল, দেবেশ জনার্দ্দন হরে ! তুমি সত্যবাদী, ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে যে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে, সেই বাঞ্ছিত বর এক্ষণে প্রদান কর, জলশূন্য এবং অতিবিস্তৃত এরূপ কোন স্থলে আমাদিগকে বধ কর। আমরা তোমার বধ্য হইয়া নিজ সত্যরক্ষা করিলাম, এক্ষণে তুমি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হও ॥ ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮॥ ভগবান্ বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্র স্মরণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, মহাভাগদ্বয় ! তাহাই স্বীকার করিলাম, নির্জল এবং বিপুল স্থলেই তোমাদিগকে বধ করিব, এই বলিয়া দেবাধিদেব নারায়ণ নিজ ঊরুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া সেই একার্ণব জলোপরি তাহাই নির্জলস্থল স্বরূপে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, দানবদ্বয় ! এ স্থলে ত জল নাই, অতএব এই স্থানেই নিজ নিজ মস্তক ত্যাগ কর, আমিও সত্যবাদী হই, তোমরাও সত্যবাদী হও ॥ ৫৯। ৬০। ৬১॥ ভগবানের সেই সত্যানুরূপ বাক্য শ্রবণে মনে মনে কৌশল স্থির করিয়া দৈত্যদ্বয় সহস্র যোজন

ব্যাপিয়া নিজ নিজ দেহ বর্দ্ধিত করিল, তদ্দর্শনে ভগবান্‌ও নিজ জঘনদ্বয় তাহার দ্বিগুণ বিস্তৃত করিলেন, মায়ানিধান নারায়ণের সেই অচিন্ত্য মায়াবল সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মধু ও কৈটভ ভগবানের সেই অদ্ভুত বিস্তৃত জঘন দ্বয়ে নিজ নিজ মস্তক স্থাপন করিল, অনন্তর মহাপ্রভাব বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা নিজ জঘনস্থিত বিশাল দৈত্য-মস্তক-দ্বয় সবেগে বিচ্ছিন্ন করিলেন ॥ ৬২ । ৬৩ । ৬৪ ॥ মস্তকচ্ছেদনে মধু এবং কৈটভের প্রাণ নির্গত হইল, তৎকালে তাহাদিগের মেদঃপুঞ্জে সাগরের সকল জল পরিব্যাপ্ত হইল । সেই হেতু পৃথিবীর " মেদিনী " নাম জগদ্বিখ্যাত এবং সেই কারণে [মেদোরাশির সংমিশ্রণে ঘনীভূত বলিয়া] মৃত্তিকা অভক্ষ্যা ॥ ৬৫ । ৬৬ ॥ হে মুনীশ্বরগণ ! আপনারা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই মধুকৈটভ-বধ-বৃত্তান্ত সুনিশ্চিত রূপে সমস্ত কথিত হইল । দেবীর এই অচিন্ত্য প্রভাব অবগত হইয়া বুধগণ সর্ব্বদা সেই মহামায়া মহাবিদ্যার উপাসনা করিবেন। সুরাসুর কিন্নর নর নিখিল জীব জগতে তিনিই সকলের আরাধ্যা পরমা শক্তি ; ইহার পর আর অধিক তত্ত্ব ত্রিভুবনে কিছু নাই—সত্য সত্য পুনঃ সত্য, বেদশাস্ত্রের ইহাই পরমার্থ নিশ্চয় যে, সগুণ অথবা নির্গুণ রূপে সেই পরমা শক্তিই পূজনীয়া ॥৬৭ । ৬৮ । ৬৯॥

এক্ষণে, যাঁহারা শক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং " পরম-বৈষ্ণবী " বলিয়া জানিয়াছেন, এই উভয় সম্প্রদায়েরই বিচারের ভার আমরা উভয় পক্ষীয় সাধকবর্গের হস্তে বিন্যস্ত করিতেছি, তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন যে, পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়দ্বয় উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাঁহাদের মতানুকূল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে বলিয়া ? না, সে সকল শাস্ত্র বাক্যের গম্ভীর তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া, অথবা এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে ইহা কখনও দেখেন নাই বা শুনেন নাই বলিয়া, অথবা থাকিলেও অভিমানভরে তাহা দেখিতে শুনিতে চাহেন না বলিয়া ? উল্লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে

ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তিতত্ত্ব দ্বিভাগে বিভক্ত—এক, ত্রিগুণ-ময়ী মায়াশক্তি, দ্বিতীয়, গুণাতীতা আনন্দঘণরূপিনী চিৎশক্তি, তন্মধ্যে মায়াশক্তি বলে এই বিচিত্র সংসারনাটকনিকেতন বিরচিত হইয়াছে—চিৎশক্তি সেই নাটকে পুরুষ প্রকৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বস্বরূপে নির্লিপ্ত থাকিয়াও জীব রূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড লীলার অভিনয় করিতেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীটানুকীট পর্য্যন্তের প্রসবিনী হইয়া জড় চৈতন্য উভয়াংশে আত্ম-বিভূতি বিস্তার করিয়া জগন্ময়ী সাজিয়াছেন, মায়ের সেই মুনি মানসমোহিনী মায়া যদি তুমি আমিই বুঝিব, তবে আর আনন্দময়ী জড় জগতের খেলা খেলিবেন কাহাকে লইয়া ? অন্ধ ! তুমি যদি দর্শন শাস্ত্রের অভিমান কর, আর ভাক্ত ! তুমি যদি শাক্তবিদ্বেষী হইয়াও আপ-নাকে ভক্ত পণ্ডিত বলিয়া মনে কর—তাহাতে শাস্ত্রের গৌরব খণ্ডিত হউক বা না হউক তোমাকে দণ্ডিত হইবার কথা আছে। তুমি আমি যে শাক্তকে ঘৃণা বা ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়াও আপনাকে পাপী বলিয়া মনে করি না, স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সেই শাক্ত হইয়া বলিতেছেন—

মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিং স্তূয়সে তদা।
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহ মীশান এব চ
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
সাত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈ রুদারৈ র্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥

" অখিলাত্মিকে ! নিখিল জগতের যে কোন স্থানে সৎ বা

অসৎ [চৈতন্য বা জড়] যে কোন পদার্থ আছে, যিনি সেই সকলের শক্তিস্বরূপিণী, সেই তুমি স্তবের বিষয়ীভূত হইবে কিরূপে ? যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা এবং সংহারকর্ত্তা সেই ভগবান্‌ও যখন তোমা কর্ত্তৃক নিদ্রাবশীকৃত হইয়াছেন, তখন তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ? বিষ্ণু, আমি, এবং ঈশান, আমরাও তোমা হইতেই শরীর গ্রহণ করিয়াছি, অতএব সেই ব্রহ্মাদিরও নিদানভূতা তোমাকে স্তব করিতে কে শক্তিমান্ হইবে ? দেবি ! সেই অনির্ব্বচনীয়-প্রভাবা তুমি নিজ উদার প্রভাবে নিজে সংস্তুতা হইয়া এই দুরাধর্ষ অসুরদ্বয় মধুকৈটভকে মোহিত কর"। আবার বিষ্ণু বলিতেছেন।

ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণং তথা
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে।

"দেবি ! তোমার কি সগুণ কি নির্গুণ কোন রূপই জানিনা, যাঁহার রূপ পর্য্যন্ত জানি না, তাঁহার সংখ্যাতীত চরিত্র সকল জানিব কিরূপে ?"

মহিষাসুরযুদ্ধের পর নিখিল দেব, দেবযোনি এবং মহর্ষিমণ্ডল প্রত্যক্ষরূপিণী কাত্যায়নীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন—

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তি সমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকা মখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ। ১।
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল জগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু। ২।

*   *   *   *   *   *

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ

ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতাহি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা । ৩ ।

দেবগণের দেহ হইতে শক্তিসমূহকে নিঃশেষনিষ্ক্রান্ত করিয়া যিনি মূর্ত্তিমতী হইয়াছেন, যৎকর্তৃক আত্মশক্তিদ্বারা এই চরাচর জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ভক্তিভরে আমরা সেই অখিলদেব-মহর্ষি-পূজ্যা অম্বিকার চরণাম্বুজে প্রণত হইতেছি তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ১। যাঁহার অতুল্য প্রভাব এবং বল, স্বয়ং ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মা, এবং মহেশ্বরও বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন, সেই অচিন্ত্যবিক্রমা চণ্ডিকা এই অখিলজগৎ-পরিপালনের নিমিত্ত এবং অশুভ ভয় নাশের নিমিত্ত ইচ্ছা করুন। ২। জগদম্বে! তুমি সমস্ত জগতের হেতুভূতা হইলেও ত্রিগুণধারিণী, ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত তোমার সেই ত্রিগুণে বিজড়িত, তাহার আবরণদোষ ভেদ করিয়া হরি হর প্রভৃতিও তোমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন না, কারণ তোমার মহিমা অপার; তুমি সর্ব্বভূতের আশ্রয় রূপিণী, এ অখিল জগৎ তোমারই অংশভূত, আবার তুমিই এ জগতের অতীতা অবিকৃতা অব্যক্তা আদ্যা পরমা প্রকৃতি। ৩।

জড়বাদিন্! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও যাঁহার তত্ত্ব অবাঙ্মনস-গোচর অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্ত জীব মানব হইয়া সেই শক্তিতত্ত্বকে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে জিহ্বা কি তোমার জড় হয় না? "জগতের প্রকৃতি" বলিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে বুদ্ধি জড় হইয়া গিয়াছে তাই আজ্ সচ্চিদানন্দরূপিণী মহাপ্রকৃতিকে জড় বলিতে সাহসী হইয়াছ, কিন্তু "জগতের প্রকৃতি" না বলিয়া "প্রকৃতির জগৎ" বলিয়া কখনও কি প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছ? যদি করিতে, তাহা হইলে আর প্রকৃতির প্রকৃত সিদ্ধান্তে এরূপে ভ্রান্ত হইতে না। দার্শনিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দাও, যদি

ভাষার শব্দব্যুৎপত্তিজ্ঞানও তোমার থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি, ভাষায় যে তুমি " প্রকৃত তত্ত্ব, প্রকৃত তথ্য " প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কর, তাহার অর্থ কি প্রকৃত মিথ্যা ? না প্রকৃত সত্য ? প্রকৃতের অর্থও যদি প্রকৃত না হয়, তবে "বিকৃত" বলিবে কাহাকে ? সংস্কারে দুইই পদার্থ, এক প্রকৃতি, দ্বিতীয় বিকৃতি ; তন্মধ্যে যাহা প্রকৃতির অনুপ্রাণিত, তাহাই প্রকৃত, অন্যথা বিকৃত। প্রত্যয় জন্য লিঙ্গভেদ ছাড়িয়া দিলে প্রকৃতি আর প্রকার, একই কথা, যাহা যাহার স্বরূপ, তাহাই তাহার প্রকার, যথা—অমুক বস্তু কি প্রকার, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি ? স্বরূপ আর কিছুই নহে, প্রকৃতির নামই স্বরূপ, তবেই যে যাহা, তাহাকে তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইলেই প্রকৃতির পরিচয় দিতে হইবে—এই জন্য লোকব্যবহারে যাহা যাহার প্রকৃতি, তাহাই তাহার স্বভাব। স্বভাব শব্দের বিশ্লেষণ করিলে " স্ব " শব্দের প্রতিপাদ্য আত্মা, ভাব শব্দের প্রতিপাদ্য—সত্তা, স্বরূপ, প্রকৃতি বা শক্তি। ফলিতার্থে যাহা আত্মার স্বরূপ, তাহাই স্বভাব বা প্রকৃতি। এখন জড়বাদি দার্শনিক বলিয়া দাও। যাহা ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, শক্তি, প্রকৃতি অথবা স্বরূপ, তাহা কি মিথ্যা ? যদি মিথ্যা না হয়, তবে শক্তিকে তুমি জড় বল কোন্ প্রমাণে ? নিত্য চৈতন্যময় ব্রহ্ম ত সত্য স্বরূপ। মিথ্যা না হইলে শক্তি কখনও সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইতে পারেন না, চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ না হইলেও তাঁহাকে কখন জড় বলিতে পারনা, তবেই এখন জড়বাদের চরম সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে, চৈতন্যময় ব্রহ্মের যাহা স্বরূপ তত্ত্ব, বুঝিতে হইবে তাহাই জড়। দার্শনিক ! ধন্যবাদ তোমার শক্তিজ্ঞানে, বলিহারি তোমার আস্তিকতায় ! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সাধক বলিয়াছেন, " কে জানে ও সে কালী কেমন। ষড়্ দর্শনে যার না পায় দর্শন। "

" জগতের প্রকৃতি " বলিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে গিয়াই চার্ব্বাকগণ নাস্তিক হইয়াছেন। আস্তিকের বুঝিবার প্রণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

আস্তিককে বুঝিতে হইবে—জগতের প্রকৃতি নহে, প্রকৃতির জগৎ। জগতের প্রকৃতি বলিলে মানবের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই—কারণ, জগৎ অনন্তবিস্তৃত এবং কল্পান্তস্থায়ী, ক্ষুদ্রদেহ মানবের পরমায়ুঃ ঊর্দ্ধ সংখ্যা লক্ষ বৎসর, বিশেষতঃ মানব পার্থিব জীবের মধ্যে প্রধান হইলেও ভ্রম প্রমাদ সঙ্কুল—ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মাত্র-সম্বল, তাহাতেও আবার ক্ষুৎপিপাসা-বাল্যযৌবন জরা-রোগশোক-ভয় পীড়িত, তাই শফরীর সমুদ্রতত্ত্ব-সন্ধান আর মানবের ব্রহ্মাণ্ড-বস্তু-বিচার একই কথা। আর্য্য-সাধককে জগতের প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে হইলেই জগতের দাস না হইয়া জগজ্জননীর দাস হইতে হইবে, শাস্ত্র দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াই তাঁহার জগন্ময় মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। মায়ের রূপ দেখিয়াই সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাঁহার সৌসাদৃশ্য পরীক্ষা করিতে হইবে, ব্রহ্মময়ীর স্বরূপে ডুবিয়াই ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিতে হইবে; যাঁহারা এই প্রণালীতে তাহা বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই মর জীবনে অমর পদবী লাভ করিয়া পরমেশ্বরীর পদাম্বুজে জীবনাঞ্জলি সমর্পণ করিয়াছেন। সে প্রণালী—সাধকের সাধন পরম্পরা। "জগতের প্রকৃতি" বলিলে স্থূল দৃষ্টিতে ইহাই প্রথম সন্দেহ হয় যে, জগৎ যদি পঞ্চ ভূতের প্রপঞ্চ রচনা বই আর কিছুই না হয়—তবে ত ঈশ্বর, দেবতা, ব্রহ্ম, প্রকৃতি বা শক্তি বলিয়া গুণাতীত মায়াতীত জগতের অতীত কোন পদার্থ থাকিবার কথাই আদৌ নাই, কেননা, যাহা জগৎ তাহাই প্রকৃতি, তবেই দেখিতে দেখিতে আবার সেই নাস্তিকতাই আসিয়া দাঁড়াইল, নাস্তিকের চক্ষুতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ, তাহাই যেন সংসারের যথা সর্ব্বস্ব। কিন্তু আস্তিকের দৃষ্টিতে "প্রকৃতির জগৎ" বলিয়া বুঝিলে আর সে সন্দেহের আশঙ্কা নাই। কেননা, জগৎ পঞ্চভূতময়, জড়, অচেতন যাহাই কেন না হউক, জগতের পরিচয়ে পরিচিত বলিয়া প্রকৃতির স্বরূপে সে ভৌতিকত্ব জড়ত্ব—অচেতনত্ব থাকিবেই থাকিবে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই, সন্তানের মা বলিয়া তাহার সকল অঙ্গ

প্রত্যঙ্গের সৌসাদৃশ্য মায়ের শরীরে থাকিবেই থাকিবে এমন কোন কথা নাই বরং মায়ের কিছু না কিছু সাদৃশ্যই সন্তানে অবশ্য থাকিবে। তদ্রূপ, জগতের স্বরূপ জগদম্বায় থাকুক বা না থাকুক, জগদম্বার কোন না কোন বিশেষ শক্তি জগতে থাকিবেই থাকিবে। তত্ত্বজ্ঞানীর পরমার্থদৃষ্টিতে জগতে এবং জগদম্বায় কোন বিশেষ না থাকিলেও ভেদজ্ঞানীর পক্ষে ইহাই বুঝিবার প্রণালী। দ্বিতীয়তঃ কেবল জগৎ বুঝিতে হইলে জগৎ এবং জগতের শক্তি এই দুইই বুঝিব, কিন্তু জগদম্বাকে লক্ষ্য করিয়া জগৎ বুঝিতে হইলে, জগৎ, জগতের শক্তি এবং জগদতীত মহাশক্তি এই তিনই বুঝিব। জগতে আমি অপূর্ণ হইলেও জগতের জননী পূর্ণ ব্রহ্মসনাতনী, তাই তাঁহাকে বুঝিতে গেলে অপূর্ণ জগতের অপূর্ণ তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া আমাকে সেই পূর্ণতম তত্ত্বে উপস্থিত হইতে হইবে, যাহার নিকটে এক তিনি ভিন্ন আর সকলই অপূর্ণ, অথচ যত কিছু অপূর্ণ, সে সকলই তাঁহার পূর্ণতায় পরিপূর্ণ। এই জন্য আস্তিককুল-চূড়ামণি আর্য্য-উপাসকগণ পূর্ণতাকে উপেক্ষা করিয়া অপূর্ণ জ্ঞানের আদর করিতে চাহেন না, ভূতভাবন-ভাবিনীর পরম তত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া ভূতের তত্ত্ব বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না।

আর এক কথা, প্রত্যক্ষ জগৎকে জড় দেখিয়া যদি সেই জগদ্ভাবিনী মহাশক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে সে ত এক বিষম রহস্য। জগৎকে যদি জড় বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহাতে আপাততঃ কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু জগৎপরিচালিনী শক্তিকে জড় বলিয়া বুঝিয়াছ কোন্ প্রমাণে, তাহাই বুঝিতে চাই। এক দিকে দার্শনিকগণ বলিতেছেন "চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি শ্চেতনেব বিভাতি সা" অর্থাৎ জগৎশক্তি জড় হইলেও চিৎশক্তির ছায়ার আবেশবশতঃ চেতনার ন্যায়ই প্রকাশ পান। অন্য দিকে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন "যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা" সৎ অসৎ [জড় চৈতন্য] যাহাই কেননা হউক, তুমিই সে

সকলের শক্তিস্বরূপিণী " এই উভয় মতেই শক্তির উভয় অবস্থা প্রমাণিত হইয়াছে—কিন্তু বিশেষ এই যে, দার্শনিক বলিতেছেন, চিচ্ছায়ার আবেশে তাঁহাকে চেতনার ন্যায় বোধ হয়, আর ব্রহ্মা বলিতেছেন, জড়ের আভাস বশতঃ তাঁহাকে জড়ের ন্যায় বোধ হয় [নতুবা অসৎ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না] দার্শনিকের মতে জগৎ-শক্তি স্বরূপতঃ জড়, চিৎ-শক্তির আভাসে তিনি চেতনবৎ প্রতীয়মান, ব্রহ্মার মতে জগৎশক্তি স্বরূপতঃ চেতনা, কিন্তু জড়ের আভাস বশতঃ জড়বৎ প্রতীয়মান। এখন জগৎশক্তি চৈতন্যাবেশময়ী হউন বা জড়াভাসময়ী হউন—ফলতঃ তত্ত্বদৃষ্টিতে না হইলেও ব্যাবহারিক দশায় উভয় মতেই জড় ও চৈতন্য বলিয়া উভয় বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার আছে। আস্তিক মতে ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ যে, চৈতন্য হইতেই জড়ের সৃষ্টি বা প্রকাশ হইয়াছে, চিৎ-শক্তি হইতেই জগৎশক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তবে " সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ " একমেবা দ্বিতীয়ং "বাসুদেবময়ং জগৎ " শিবশক্তিময়ং বিশ্বঃ "বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদঃ" হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ " অন্তর্ব্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং " যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে "ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং " এই সকল শাস্ত্রীয় মহাবাক্য যদি সত্য হয়, এক তিনি ভিন্ন যদি কোন দ্বিতীয় পদার্থ না থাকে, তবে এ জড় জগৎ এবং জগতের শক্তি কোথা হইতে আসিলেন ? ইহার উত্তরে হয় বলিতে হইবে, জগৎ বা জগৎশক্তি সমস্তই সেই মহাশক্তির ব্রহ্মবিভূতি, নতুবা বলিতে হইবে জগৎ বা জগৎ-শক্তি বলিয়া কোন পদার্থ নাই—অন্যথা কিছুতেই ব্রহ্ম বা শক্তির অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষা পায় না। প্রত্যক্ষ জগৎ 'নাই' বলিবার উপায় নাই—আবার ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন পদার্থ আছে, ইহাও আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে, সুতরাং বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে জগৎ বা জগৎ-শক্তি যাহাই কেননা বল, সমস্তই সেই মহাশক্তির পূর্ণ বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলেই প্রকারান্তরে

বলা হইল যে, স্বরূপতঃ চিৎশক্তি বই আর কোন পদার্থ নাই—তবে মায়াময় জগতে 'জড়' বলিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহা সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে, ভ্রান্তি বিলাস মাত্র, সেই ভ্রান্তিও আবার ব্রহ্মশক্তিরই বিভূতি বিশেষ, সেই বিভূতিরই নামান্তর মায়া এবং ত্রিগুণাত্মিকা মায়ারই রজস্তমোগুণ-প্রধান অংশের নাম অবিদ্যা—শুদ্ধ সত্ত্বগুণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম স্বরূপ পর্য্যন্ত অবস্থার নাম বিদ্যা—সেই বিদ্যার মধ্যে আবার যিনি তত্ত্বাতীতা তূরীয়া শক্তি, কেবল আনন্দ মাত্র যাঁহার স্বরূপ সত্তা—তিনিই মহাবিদ্যা—তাই সর্ব্বেশ্বর সদানন্দ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়ীর প্রেমানন্দে অধীর হইয়া তন্ত্রে বলিয়াছেন—

চামুণ্ডাতন্ত্রে ।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

"কালী এবং তারা ইহাঁরা মহাবিদ্যা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা এবং ধূমাবতী ইহাঁরা বিদ্যা, বগলা মাতঙ্গী এবং কমলাত্মিকা ইহাঁরা সিদ্ধবিদ্যা" এই দশ মহাশক্তিই যথাক্রমে মহাবিদ্যা বিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যা, অর্থাৎ শক্তিতত্ত্বের পূর্ণপ্রকট মূর্ত্তি এই দশ মহাশক্তি মধ্যেই মহাবিদ্যা বিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যার উক্ত ক্রমানুসারে সমন্বয় বুঝিতে হইবে । এই পর্য্যন্তই উক্ত বচনের যথাশ্রুত স্বারসিক অর্থ, অতঃপর শ্যামারহস্যে কথিত হইয়াছে।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ॥
ধূমাবতীচ বগলা মহাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।

এ স্থানে সাধারণতঃ সকলকেই মহাবিদ্যারূপে নিরূপিত করি-

য়াছেন। আবার বলিয়াছেন " মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা " এস্থলেও " সর্ব্বাসু " এই পদ ঘটিত " সর্ব্ব " শব্দের অভিব্যক্তিত সমুচ্চয়রূপ অর্থ, এবং বহু বচন নির্দ্দেশ হেতু প্রকারান্তরে সকলেই মহাবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়াছেন. বিশেষতঃ বিশ্বসার তন্ত্রে পরিস্ফুট রূপেই কথিত হইয়াছে " মহাবিদ্যা মহাপূর্ব্বা " এ জন্য তান্ত্রিক আচার্য্য গণের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এই যে—চামুণ্ডাতন্ত্রোক্ত বচনের শেষে " এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ " এ স্থানে ভঙ্গ্যন্তরে সাধারণতঃ সকলকেই মহাবিদ্যা এবং সিদ্ধবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, অতএব বিশ্বসার তন্ত্রানুসারে কালী এবং তারা ইহাঁরা মহা মহাসিদ্ধবিদ্যা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা এবং ধূমাবতী ইহাঁরা মহাসিদ্ধবিদ্যা, বগলা মাতঙ্গী এবং কমলাত্মিকা ইহাঁরা সিদ্ধমহাসিদ্ধবিদ্যা " তুরীয় চৈতন্য রূপে ইহাঁদের আনন্দঘণ স্বরূপ কি, তাহা সম্ভবতঃ শক্তিলীলাদি প্রকরণে যথাসাধ্য প্রকটিত হইবে। এক্ষণে তিনি মায়া কি তাঁহার মায়া, শাস্ত্রানুসারে সেই অংশই আলোচ্য।

মায়ের নাম মহামায়া, এও তাঁহার এক মহামায়া, এই মায়াতে অন্ধ হইয়াই অপক্কবুদ্ধি পণ্ডিতগণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকূপে পড়িয়া আত্মহারা হয়েন, বুঝিয়া থাকেন—মায়া কেবল জড়জগতের উপাদান বই আর কিছুই নহে এবং যিনি সেই মায়ার আশ্রয়ভূতা মূলরূপা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী, তিনিও মায়া। তিনিও যদি মায়া, তবে আর " মহামায়া " নাম কেন? মায়া আর মায়াবী যদি একই পদার্থ, বীজ আর বৃক্ষ যদি একই বস্তু, তবে আর অবস্থার বৈষম্য কেন? নামের ভেদ কেন? স্বরূপেরই বা পার্থক্য কেন? ফলতঃ সেই মহাশক্তির মায়াংশ লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র যেখানে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানেও " মহামায়া " নাম দিয়াছেন—আবার যেখানে ব্রহ্মস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থানেও " মহামায়া " বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন,

উভয় স্থলেই মহৎ শব্দ মায়ার বিশেষণ, তবে বিশেষ এই যে, মায়াংশে কর্ম্মধারয় সমাস, অর্থাৎ যিনি মহতী মায়া, তাঁহারই নাম মহামায়া, আর ব্রহ্মাংশে বহুব্রীহিসমাস—অর্থাৎ মহতী মায়া যাঁহার, তিনিই মহামায়া। লূতা (গুটি পোকা) যেমন তন্তুবয়ন কার্য্যের প্রতি নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং নিজেই উপাদান কারণ, অর্থাৎ তাহার সূত্র জাল বিস্তার রূপ কার্য্য তাহারই ইচ্ছাক্রমে ঘটিতেছে, এই স্থানে সে নিমিত্ত কারণ, আবার সে সূত্রসৃষ্টি তাহারই শরীর হইতে সম্পন্ন হইতেছে—এই স্থানে সে উপাদান কারণ, তদ্রূপ এই জগৎ-কার্য্যের প্রতি সেই মহাশক্তি নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং নিজেই উপাদান কারণ, অর্থাৎ যখন সেই ইচ্ছাময়ী নিজ আনন্দময় সত্য সঙ্কল্পে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তিনি নিমিত্ত কারণ, আবার যখন আত্মবিভূতিরূপিণী মায়ার বিস্তার করিয়া তাহা হইতে এই প্রপঞ্চ চরাচর বিরচিত করিয়াছেন, তখনই তিনি উপাদান-কারণ, এই নিমিত্ত অংশ শক্তি বা ব্রহ্ম, উপাদান অংশ মায়া । সৃষ্টি-প্রক্রিয়াতেও জীবদেহে ব্রহ্মাংশ আত্মা, মায়াংশ অন্তঃকরণ। গুটি-পোকার দৃষ্টান্তেই মায়ার আর একটি অবস্থা আছে—গুটি পোকা নিজসূত্ররচিত জালে নিজে বদ্ধ হইয়া আবার সমস্ত সূত্র আত্মসাৎ করিয়া কিছু কাল সেই সূত্রমধ্যে বেষ্টিত অথচ সমাহিত হইয়া থাকে, কালক্রমে সেই সূত্রাবরণ মধ্যেই তাহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, কিছু দিন পরে সেই গুটিপোকাই আবার প্রজাপতি রূপ ধারণ করিয়া নিজ সূত্রগর্ত্তকোষ বিদীর্ণ করিয়া সেই সুন্দরাদপি সুন্দরতম বিচিত্র দেহটি লইয়া স্বচ্ছ সূক্ষ্ম পক্ষপুট বিস্তার পূর্ব্বক নির্ম্মুক্ত-জীবনে স্বচ্ছন্দহৃদয়ে পরমানন্দে অনন্ত আকাশকক্ষে উড্ডীন হইয়া যায়, পৃথিবীতে কেবল সেই বিদীর্ণ সূত্রকোষটি মাত্র পড়িয়া থাকে। মায়াংশ মনও তদ্রূপ নিজরচিত সংসারসূত্রে নিজে বদ্ধ হইয়া সেই সংসারেই আকৃষ্ট এবং পিষ্টপেষিত হইয়া আত্ম-

সংযম পূর্ব্বক সংসারের সমস্ত স্নেহ মায়া মমতা নিজবশে আনিয়া সংসারগর্ত্তে বদ্ধ থাকিয়াই সেই বিশ্বগর্ভধারিণী বিশ্বেশ্বর-হৃদিচারিণীর চারু-চরণাম্বুজ-চিন্তায় সমাহিত হইলে, ত্রৈলোক্যের অজ্ঞাতসারে অন্তরে অন্তরেই তাহার রূপান্তর ঘটিতে থাকে, তখন কাল পূর্ণ হইয়া আসিলে নিজবলে সংসারকোষ বিদীর্ণ করিয়া সেই কালভয়হারিণী মহাকালমোহিনীর কৃপাকটাক্ষ লাভে বিবেক বৈরাগ্য দুইটি পক্ষ বিস্তার করিয়া নিজদেহরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় আত্মাটি লইয়া মনোরূপিণী শুদ্ধ সাত্ত্বিকী নির্ম্মলা মায়া তখন প্রজাপতি [শক্তি বলে ব্রহ্মাণ্ডপতি] সাজিয়া বিদ্যারূপে ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবিদ্যার সচ্চিদানন্দ-ধামলক্ষ্যে অনন্ত আকাশকক্ষে অসীম উর্দ্ধে ধাবিত হয়, দাবানলের লক্ষ শিখা সূর্য্য মণ্ডলে মিশিয়া যায়, কক্ষচ্যুত সৌদামিনী তখন সেই জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দঘনকাদম্বিনীর অঙ্গে বিলীন হয়, মনের এই ভগ্ন পিঞ্জর পাঞ্চভৌতিক দেহটি মাত্র সংসারে পড়িয়া থাকে, মায়ার এই তত্ত্বজ্ঞানাত্মক অবস্থার নামই বিদ্যা । এই বিদ্যাবলে যাঁহাকে লাভ করা যায়, তিনিই সেই ভবারাধ্যা সাধক-সাধ্যা মহাবিদ্যা । সাধক ! তিনিই সংসারে সার্থক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, যাঁহার বিদ্যা লৌকিক অর্থ ধনের জন্য বিড়ম্বিত না হইয়া পরমার্থ ধন মহাবিদ্যার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল । অকূল সমুদ্র সংসারে পড়িয়া যিনি কুলকুণ্ডলিনীর ঘাটে নৌকা বাঁধিতে পারিয়াছেন, জানিও—নাবিক-বিদ্যায় তিনিই পণ্ডিত কুল চূড়ামণি । তাই বলি সাধক ! মা ত তোমার, আমি কি তবে মা-হারা ? ত্রিজগতের মা থাকিতেও আমার কি মা নাই ? তবে বল ! মা ! তুমিত সাধকেরই মা । আমি যে মূর্খাদপি মূর্খতম ঘোর পাষণ্ড, আমার উপায় কি হইবে ? মহাবিদ্যার সন্তান হইয়াও অবিদ্যাঘোরে অন্ধ হইয়া মা ! আমি ঘোর মূর্খ, আমার গতি কি হইবে ? সংসারের প্রবৃত্তি ভাটায় এ নৌকা ভাসিয়া যায় কিছুতেই আর রাখিতে পারিলাম না, নিবৃত্তির উজানে টানিবার সাধ্য নাই, না মা ! ভাসিতেও

আর পারিল না, একে এই ক্ষুদ্র নৌকা, তায় আবার ময়টি ছিদ্র, অবিরল সমুদ্রের জল উঠিয়া ভরিয়া গেল, আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, এই বার ডুবিলাম, জন্মের মত ডুবিলাম, ধরাধরকুমারি! মা! আমায় ধর ধর, এ ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তে আর বল নাই, মা! তুমি একবার ঐ বরাভয়ের উভয় হস্ত বাড়াইয়া দাও, দয়াময়ি! একবার ফিরিয়া চাও! অজ্ঞান অনাথ শিশুর এ অকূল সমুদ্রে "আমার" বলিতে আর কেহ নাই মা! কুলকুণ্ডলিনি মাগো! মা হইয়া একবার কোলে তুলিয়া লও! এ নৌকা জন্মের মত ডুবিয়া যাক্। শাস্ত্র বলে, বিদ্যাবলে তোমায় লাভ করা যায়, তাই তুমি মহাবিদ্যা, আমি বলি অবিদ্য সন্তানকে যদি উদ্ধার করিতে না পার, তবে তুমি কিসের মহাবিদ্যা? আমার বিদ্যায় আমি ত ডুবিলাম, এই বার তোমার বিদ্যায় উদ্ধার করিয়া মহাবিদ্যার পরিচয় দাও, এ পাপাত্মার অধঃপাতের বিদ্যার অভিমান ঘুচিয়া যাক্। জয় জননি মহাবিদ্যে! আমার সাধ্য থাক্ বা না থাক্, তুমিই জগতে সাধনার সাধ্য ধন!!!

সাধক! মায়ামূর্ত্তি মনঃশক্তি যখন সংসারপাশ মুক্ত হইয়া সেই মহাশক্তির তত্ত্বলক্ষ্যে ধাবিত হয়, তখন তাহার নাম যেমন বিদ্যা, আবার সে তত্ত্ব ভুলিয়া যখন সাংসারিক স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়রসে উন্মত্ত হয়, তখন তাহার নাম তেমনই অবিদ্যা। এই স্থানেই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মার্কণ্ডেয় পুরাণে।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

(২৪০ পৃষ্ঠায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে।)

অপিচ।

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ! জগতঃ পরিপালনং॥
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতাচ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥
ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর!
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া।
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টি র্ভবত্যজা
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী।
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মী র্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মী র্বিনাশায়োপজায়তে।
স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈ র্ধূপগন্ধাদিভি স্তথা
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাং।

কিঞ্চ—

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমহাত্ম্যমুত্তমং
এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া
তয়া ত্বমেব বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতা শ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীং
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

রাজন্! সেই দেবী ভগবতী নিত্যা হইয়াও এই [পূর্ব্বোক্ত] রূপে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করিতেছেন। তৎকর্ত্তৃক এই বিশ্ব মোহিত হইতেছে এবং তিনিই বিশ্ব প্রসব করিতেছেন, তিনিই প্রার্থিতা এবং তুষ্টা হইয়া ত্রিজগতের ঋদ্ধি এবং বিজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। হে মনুজেশ্বর! মহাপ্রলয়কালে মহামারী-

স্বরূপা সেই মহাকালী কর্ত্তৃক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়াছে। কালে তিনিই মহামারী, কালে তিনিই সৃষ্টি স্বরূপিণী, আবার কালে সেই অনাদি সনাতনীই সর্ব্বভূতের স্থিতিকারিণী। অভ্যুদয়কালে তিনিই মানবের গৃহে বৃদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মীরূপিণী, আবার অভাব-কালে তিনিই মানবের বিনাশের নিমিত্ত অলক্ষ্মীরূপিণী। [এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবের নিয়তি অনুসারেই যদি তিনি অভ্যুদয় এবং অভাব কালে লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মীরূপে মঙ্গল এবং অমঙ্গলের বিধান করেন, তবে আর উপাসনা কেন? সেই আশঙ্কা নিরসনের জন্যই আবার বলিতেছেন] তিনি স্তুতা এবং পুষ্প ধূপ গন্ধাদির দ্বারা পূজিতা হইলেও সকাম সাধকের পক্ষে বিত্ত ও পুত্রাদি এবং নিষ্কাম সাধকের পক্ষে মঙ্গলময়ী ধর্ম্মবুদ্ধি প্রদান করেন।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আবার বলিয়াছেন, রাজন্! কীর্ত্তনীয়বস্তূত্তম দেবীমাহাত্ম্য এই তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম, যৎকর্ত্তৃক এই জগৎ ধৃত হইতেছে, সেই দেবী এই রূপ অলোকিকপ্রভাবা। তৎ-কর্ত্তৃক মায়া মোহ বিস্তার দ্বারা যেমন জগৎ ধৃত হইতেছে, আবার সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বিদ্যা [তত্ত্বজ্ঞান] ও তদ্রূপই সম্পাদিত হইতেছে। মহারাজ! সেই ভুবনমোহিনী মায়ার প্রভাবেই তুমি এবং এই বৈশ্য, ও অন্যান্য বিবেকিগণ মোহিত হইয়াছেন, হইতেছেন, এবং ভবিষ্যদ্বিবেকিগণও মোহিত হইবেন। সেই পরমেশ্বরীর শরণা-পন্ন হও, তিনিই আরাধিতা হইলে মানবের ভোগ স্বর্গ এবং অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করেন। এ স্থানেও ঋষি শক্তিতত্ত্বের দুইটি অংশই লক্ষ্য করিয়াছেন। সংসার বন্ধনসময়ে মায়ারূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, আবার সংসারবন্ধন মোচনের জন্য আরাধনার সময়ে তাঁহার ব্রহ্মরূপেরই নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন "শরণং পরমেশ্বরীং" "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে" "সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।"

জগদম্বা যখন মায়ারূপে ভুবনমোহিনী সাজিয়াছেন, তখনই সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ ভেদে নানামূর্ত্তি অবলম্বনে সংসার নাটকের অঙ্ক গর্ভাঙ্ক বিষ্কম্ভক প্রভৃতির অভিনয় করিতে বসিয়াছেন—তাঁহার সেই সকল মূর্ত্তিই বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুধা ছায়া শক্তি তৃষ্ণা ক্ষান্তি জাতি লজ্জা শান্তি শ্রদ্ধা কান্তি লক্ষ্মী বৃত্তি স্মৃতি দয়া তুষ্টি মাতা ভ্রান্তি। মেধা ধরা পুষ্টি প্রভা ধৃতি। ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া কামিনী কামদায়িনী রতি রতিপ্রিয়া নন্দা মনোন্মনী প্রভৃতি অনন্ত শক্তি—এই সকল মূর্ত্তির মূলশক্তি সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী, আবার মায়ারূপে ত্রিভুবনে তাঁহারই নাম বিষ্ণু-মায়া। দেবগণের দৈবদৃষ্টিতেই এ দৃশ্য শোভা পায়, তাই তাঁহারা শুম্ভ নিশুম্ভভয়ভীত হইয়া যখন সেই শম্ভুহৃদয়বিলাসিনীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তখনই প্রথমে "মায়ারূপে তুমি জগদ্বিধাত্রী" ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পরে "রক্ষাকর্ত্রী" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন—তাই স্তবের প্রথমে দেখিতে পাই—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা—ইত্যাদি।

জড়বাদী দার্শনিকগণ এই স্থানে আসিয়াই বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন—জীবদেহ-গত এই সকল শক্তিকেই তাঁহারা জড়শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন। দেবগণ বলিয়াছেন "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" "চিতিরূপেন যা কৃৎস্ন মেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ" যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা শক্তি বলিয়া অভি-হিতা, চৈতন্যরূপে যিনি এই কৃৎস্ন জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার"। দেবগণ বলিতেছেন, তিনি চৈতন্য-রূপিণী, কিন্তু সূক্ষ্মাতিসক্ষ্ম (একেবারেই নাই) দর্শী দার্শনিক-

বুঝিতেছেন তিনি জড়, এ জন্য দার্শনিককে আমরা দোষ দিতে পারি না, কারণ, দার্শনিকের কথা কখনও প্রমাণ-শূন্য হয় না, বুদ্ধি স্মৃতি ইত্যাদি রূপেও তিনি যদি জড় না হইবেন, তবে দার্শনিকের এ বুদ্ধি আসিল কোথা হইতে ? তাই দার্শনিক সত্যবাদী, তবে—দেবতার চক্ষুতে যাহা চৈতন্য, মানুষের চক্ষুতে যদি তাহা জড়ই না হইবে—তবে আর দেব দানব মানবে ভেদ কি ? একদিকে কান্তিময়—কলেবর শিশুকে দেখিয়া জননীর স্তনদুগ্ধ প্রস্রুত হয়, অন্যদিকে কুকুরের লোলজিহ্বা ঘণ ঘণ স্পন্দিত হয়, তিনি যাহাকে যেমন বৃত্তি দিয়াছেন, সে তাঁহার স্বরূপ তেমনই অনুভব করে। মধুকৈটভ-ভয়-ভীত ভগবান্ ব্রহ্মা এই নিদ্রারূপিণী তামসী জড়শক্তির উপাসনা করিলেন, দেখিতে ২ সেই চৈতন্য-পরিহারিণী নিদ্রা তখন চৈতন্য-রূপিণী হইয়া চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি অবলম্বনে গগণাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। দর্শনিক ! যদি আস্তিক হও, যদি দেববাক্যে বিশ্বাস থাকে, তবে একবার যুক্তি প্রমাণ অনুমানে বুঝাইয়া দাও—এ শক্তিকে তুমি জড় শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছ কোন্ কারণে ? তোমাকে আর কি বলিব ? বলি তাঁহাকে—মা ! তুমি সকল বিভূতি শক্তি একবার বিস্তার আবার সম্বরণ করিয়া সত্যযুগের দৈত্য শুম্ভ নিশুম্ভ নিপাত করিলে, এ সকল কলির দৈত্য আর কত কাল রাখিবে ? অথবা দেবদলের মত আরাধনা করিয়া তোমাকে ভূতলে আনিবে এমন সাধক কলিতে আর কে আছে ? তাই বলি মা ! এমন বলী কবে জন্মিবে ? যে দিন এই সকল বলির রক্তে ভারতবর্ষে আবার তোমার পূজার স্রোত বহিবে।

দার্শনিকগণ ত এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন, ইহার পর সাধকবর্গ শুনিয়া চমকিত হইবেন, কথা গুলি মনে করিতেই বোধ হয় যেন নরকের হ্রদে ডুবিতেছি—ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম-দৈত্যদল আবার আর এক সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন “বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম এবং হিন্দু ধর্ম্ম উভয়ের সংযোগে শাক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। এই দুঃখেই কবিগণ বলিয়াছেন—

অধিগগন মনেকা স্তারকা দীপ্তিভাজঃ
প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তি প্রভাবং।
দিশি দিশি বিলসন্তঃ ক্ষুদ্রখদ্যোতপোতাঃ
সবিতরি পরিভৃতে কিং ন লোকৈ র্ব্যলোকি ॥

" সূর্য্যদেব অস্তে গেলে গগণের মস্তকে তারকাও তখন দীপ্তি পান, গৃহে গৃহে প্রদীপও তখন প্রভাব দেখান, আর অধিক বলিব কি ? ক্ষুদ্র খদ্যোতের ডিম্ব সকল তাঁরাও তখন দিগ্ দিগন্তে বিলাস করেন, এক সূর্য্য অস্তে গেলেই লোকে তখন কত কি না দেখে " যাহা হউক এ সকল কথায় হাসিবার বই উত্তর দিবার কিছু নাই।

আজ্ ভারতের ধর্ম্মসূর্য্য ভারত রূপ সুমেরু প্রদক্ষিণ করিতেই পার্শ্বান্তরে অন্তর্হিত, তাই অন্ধকারে সুযোগ পাইয়া এ সকল দৈত্য দানব পিশাচের আবির্ভাব, সাধক সমাজ ! আর অধিক ক্ষণ নহে, সুমেরুশিখরে তরুণ-অরুণ-রশ্মি-রেখা দেখা দিয়াছে—সর্ব্বার্থসাধিকা স্বয়ং উত্তর সাধিকা হইয়া ঊর্দ্ধ ভুজ প্রসারিত করিয়া বলিতেছেন, মাভৈঃ মাভৈঃ, আর এক মুহূর্ত্তকাল এ মহাশ্মশানে শবসাধনে বীরাসনে বসিয়া অটল ভাবে মহাশক্তির মহামন্ত্র জপ কর—তান্ত্রিক জগতের সিদ্ধিসূর্য্য অচিরাৎ উদিত প্রায়। যাঁহার তন্ত্র, তিনি বলিয়াছেন—

" ন স্থাস্যন্তি বিনা কৌলান্ পশবো মানবা ভুবি "।

বিড়ম্বনার কথা বলিব কত ? মায়াময়ীর মায়াবিভূতিতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া দেবগণ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত যে সকল স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই শেষাংশে গিয়া বলিয়াছেন—" যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ " কিন্তু দেবগণের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের এ তত্ত্বকথা উপধর্ম্মের উচ্চ হৃদয়ে স্থান পায় নাই, চোরের গৃহিনী রাজ রাণীর গৃহে গিয়া অলঙ্কার চুরি করিতে পারে, কিন্তু গৃহে আসিয়া কোথাকার অলঙ্কার কোথায়

পরিবে, তাহা স্থির না পাইয়া যেমন চন্দ্রহার মাথায় দিয়া সিঁথি পরিয়া বাহির হয়, তদ্রূপ চণ্ডী হইতে মায়াব্রহ্মের এই স্বরূপ কীর্ত্তন টুকু চুরি করিয়া উপধর্ম্ম তাঁহার সেই আধা-অগুণ আধা-সগুণ নূতন ব্রহ্মের মাথায় চাপাইয়াছেন, শেষে দেখিয়াছেন এ কি কথা—"যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা" সর্ব্বনাশ ইহা হইতে পারে না, দয়াল পিতা কখনও ভ্রান্তি রূপে অবস্থিতা হইতে পারেন না, কেননা, উপধর্ম্মের দল বল সকলেই অভ্রান্ত, কেহ ভ্রান্তির ধার ধারেন না, এ জন্য তিনি "ভ্রান্তিরূপেণ" পাঠটি কাটিয়া "মঙ্গলরূপেণ" পাঠ বসাইয়াছেন। ব্যুৎপত্তিই বা কত, যেমন ব্রহ্মজ্ঞান তেমনই ছন্দোজ্ঞান। মূল খৃষ্টধর্ম্মে যেমন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দী শয়তান্, শয়তানের অধিকার বাধ দিয়া তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব; উপখৃষ্টধর্ম্মেও তেমনই সংসারে যাহা কিছু ভয়ঙ্কর, যাহা কিছু বীভৎস, যাহা কিছু প্রচণ্ড, যাহা বিপদ্ যাহা অন্ধকার, যাহা কিছু দুঃখ শোক রোগ মালিন্য জঘন্য নরক পাতক, সে সমস্ত বাদ দিয়া, জগতে যাহা কিছু মন্দ, সে সমস্তের হাত ছাড়াইয়া, যাহা কিছু ভাল, কেবল বাছিয়া বাছিয়া সেই গুলি গোছাইয়া লইয়া—স্থান নাই, সংস্থান নাই, ছাদ নাই, বারান্দা নাই, ঘর নাই, থাম্বা নাই—সেই নিরাকার শান্তি নিকেতনে নিরাকার—জ্যোতির্ম্ময় নির্বিকার নিরাময় নির্-ময় ব্রহ্ম একাকী তূষ্ণীম্ভূত বসিয়া আছেন, আর তাঁহারই চতুষ্পার্শ্বে গোলাপের আধ ফুটন্ত হাসি গুলি প্রেমের ভরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া গলিয়া পড়িতেছে—যেন এক নিরাকার নবাবি। ব্রহ্মাণ্ড নয় ঈশ্বরও নয়, ভগবান্‌ও নয়, যেন একটি অচৈতন্য ঘোর বাবু। রাম রাম রাম, ভগবানের এমন দশা মনোবুদ্ধির অগোচর। উপধার্ম্মিক! দোহাই তোমার, প্রাণের কবাট খুলিয়া সত্য করিয়া বল দেখি, এমন নিষ্কর্ম্মা জুজুর ছাঁচে ভগবান্‌কে ঢালিয়া তুমি বিশ্বাস কর কোন্ প্রাণে? ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান কর, ব্রহ্মশব্দের অর্থও কি তোমার কর্ণে কোন দিন প্রবেশ

করিয়াছে ? বৃংহ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই নাম ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাতে মন্দ গুলি নাই, ভাল গুলি আছে—কান্না টুকু নাই, হাঁসি টুকু আছে, নরকটি নাই স্বর্গটি আছে, পাপে তিনি নাই, পুণ্যে আছেন—এ তোমার কোন্ জাতীয় পাশঘেঁসা ব্রহ্ম, তাহা বুঝাইতে পার কি ? আবার, তোমার ব্যাকরণের নূতন ব্রহ্ম বলিলে বুঝিতে বাঁকিও থাকে না, তাই বলি প্রতিমা খানি ডুবাইলে, ঢাকটি আর রাখ কেন ? ব্রহ্মই যদি উল্টাইলে, ব্রহ্মনামটি তবে ছাড় না কেন ? যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ব্রহ্ম নাম বাহির করিয়াছ, সেই আর্য্যশাস্ত্রের ব্রহ্ম আমাদের স্বতন্ত্র পদার্থ, তিনি স্বর্গেও যেমন, নরকেও তেমনি, পাপেও যেমন, পুণ্যে ও তেমনি, প্রবৃত্তিতে ও যেমন, নিবৃত্তিতেও তেমনি, মঙ্গলেও যেমন, অমঙ্গলেও তেমনি, সৃষ্টিতেও যেমন, সংহারেও তেমনি, জাগরণেও যেমন, নিদ্রাতেও তেমনি, আত্মাতেও যেমন মনেও তেমনি, প্রাণেও যেমন ইন্দ্রিয়েও তেমনি, চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে সর্ব্বত্র সমান তিনি, জড় চৈতন্য চিদাভাসে সর্ব্বত্র তাঁহার অবস্থিতি, বন্ধনেরও কর্ত্রী তিনি, মুক্তিরও বিধাত্রী তিনি—তাই মহিষাসুর বধের পর দেবগণ যখন দেখিয়াছেন—দেবতার হৃদয়ে তাঁহার আরাধনার বুদ্ধিও তিনি যেমন দিয়াছেন, আবার মহিষাসুরের হৃদয়ে তাঁহার প্রহারবুদ্ধিও তেমনই দিয়াছেন—দেবগণের অভ্যুদয়ময়ী স্বর্গলক্ষীরও বিধাত্রী তিনি, মহিষাসুরের মৃত্যুময়ী কালরাত্রিরও কর্ত্রী তিনি, তখনই বলিয়াছেন—

> যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ ।
> পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ ॥
> শ্রদ্ধা সতাং কুলজন প্রভবস্য লজ্জা ।
> তাং ত্বাং নতাঃস্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বং ॥

যিনি সুকৃতিগণের ভবনে লক্ষী, পাপাত্মা গণের গৃহে অলক্ষী-

স্বরূপা, সাধিতধী ধার্ম্মিকগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা, সাধুগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা এবং সৎকুল প্রভব জনগণের লজ্জারূপা, দেবি ! সেই তোমার চরণাম্বুজে আমরা প্রণত হইতেছি, বিশ্ব পরিপালন কর। তিনি অবিদ্যা রূপে ভ্রান্তিময়ী হইয়া বন্ধন করিতে পারেন বলিয়াই বিদ্যারূপে জ্ঞানময়ী হইয়া আবার বন্ধন মোচন করিতেও পারেন, নতুবা যাঁহার বন্ধন করিবার ক্ষমতা নাই, মুক্তি দিবার তিনি কে ? কারাবাসের অনুমতি করিবেন বিচারপতি, আর তাহাকে মুক্তি দিবেন কারারক্ষক, ইহা কখনও হইতে পারে না, কারা-প্রবেশের সময়েও তাঁহার যেমন অনুমতির অপেক্ষা, আবার কারা মুক্তির সময়েও তাঁহার তেমনই অনুমতির অপেক্ষা। আর্য্যশাস্ত্র এত অন্ধ, এত অবোধ, এত ভ্রান্ত নহেন যে " তিনি ভ্রান্তিরূপিণী " শুনিলেই আতঙ্কে বিভীষিকা দেখিয়া উঠিবেন ; তাই শাস্ত্র আবার বলিয়াছেন—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

কারাগারের নিয়ম অনুসারে কারাবাসী কখনও কারাগারের প্রান্তভূমিতে বিচরণরূপ ক্ষণিক মুক্তি লাভ করিতে পারিলেও তাহাতে একান্ত বন্ধনচ্যুতি ঘটে না—কারণ সে অবস্থাতেও হস্তপদে লৌহ-শৃঙ্খল দৃঢ়সম্বদ্ধই থাকে, তদ্রূপ দেবতার প্রসাদে সালোক্যাদি মুক্তি ঘটিলেও তাহাতে মায়াবন্ধন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না. মায়াময় বন্ধনের উপকরণ ত্রিগুণরজ্জু যাঁহার হস্তে অবস্থিত, সেই ত্রিগুণময়ী মহামায়া স্বয়ং তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বন্ধন খুলিয়া না দিলে কাহার সাধ্য জগতে তাহাকে মুক্ত করে ? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—" সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী " অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বেশ্বর হইয়াও নিজ নিজ মায়াবন্ধন ছেদন জন্য যে পরমেশ্বরীর আরাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করেন—তিনিই এক মাত্র—সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।

পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা কান্তি স্মৃতি মেধা ধৃতি

প্রভৃতি জীবদেহগত যে সকল শক্তিকে স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ জড় শক্তি বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ ইহার কোন শক্তিই জড় নহেন—আলোক যেমন অন্ধকার হয় না, শক্তিও তদ্রূপ কখন জড় হইতে পারেন না—তবে ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির অংশ বিশেষে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের বিভাগ অনুসারে তারতম্য হয়, এই মাত্র—যথা, দয়া শান্তি কান্তি লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা ইত্যাদি শক্তি সকল সত্ত্বগুণ প্রধানা, কাম ক্রোধ লোভ যত্ন মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি বৃত্তিশক্তি সকল রজোগুণ-প্রধানা, আবার মোহ আলস্য ভ্রান্তি তন্দ্রা নিদ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল তমোগুণ-প্রধানা। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী শক্তি সকল নিয়তই প্রকাশ এবং চৈতন্য স্বভাবা। তামসী শক্তি সকল নিয়তই অপ্রকাশ রূপা এবং জড়বৎ—মোহমূর্চ্ছাময়ী এবং রাজসী শক্তি সকল প্রকাশ অপ্রকাশ ও জড়চৈতন্য উভয়ভাবের সংমিশ্রণময়ী। উক্ত তামসী শক্তি দেখিয়া মানব তাহাকে অনায়াসে জড়শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে—কিন্তু একবারের জন্যও ইহা চিন্তা করে না যে, এ শক্তির আবির্ভাব কোথা হইতে? অদৃষ্টের ফলে জীবের দেহধারণের সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখ ভোগের নিত্য সম্বন্ধ, জীবদেহের ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণবৃত্তি সমস্তই সেই ভোগানুকূল ব্যবস্থায় বিহিত, এ জন্য আহারেরও যেমন আবশ্যক, নিদ্রারও তেমনই প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন অনুসারে যেমন তিনি জীবরূপিণী, যেমন জীবের ভোগরূপিণী, তেমনই আবার নিদ্রারূপিণী। নিদ্রার মূলে যদি চৈতন্যরূপিণী না থাকেন, তবে এ নিদ্রা কাহার নিয়োগে নিয়োজিত? চন্দ্রে জ্যোৎস্না, সূর্য্যে প্রভা, অনলে দাহিকা, অনিলে গতি, জলে শীতলতা, পৃথিবীতে গন্ধ—এ সকল শক্তি সাধারণ দৃষ্টিতে জড় বলিয়া বুঝিলেও বস্তুতঃ ইহা জড় নহে—জড়ের অভিনয় মাত্র, স্বরূপতঃ এ সকল শক্তিকে জড় বলিয়া স্বীকার করিলে নাস্তিকতা আর অধিক দূরে নহে, কারণ বস্তুশক্তির স্বতঃসম্ভব, আর স্বভাবে জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার

একই কথা। আস্তিকের দৃষ্টিতে চৈতন্যময়ী মায়ের রাজ্যে স্বরূপতঃ জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। আমরা যাহা কিছু জড় বলিয়া জানি, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সে সমস্তই চিন্ময়ীর চৈতন্যচ্ছটা বই আর কিছুই নহে। কেবল ত্রিগুণাত্মক জগতের উপযোগিতা অনুসারে নীল কাচ-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তমোময় আলোকে আলোকিত এই মাত্র— বিশেষ এই যে, সূর্য্যরশ্মি এবং কাচ পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু এ আলোকে সূর্য্য, রশ্মি এবং কাচ তিনই এক পদার্থ, মূলে তিনি ব্রহ্মময়ী, বৃক্ষে তিনি মায়াময়ী, পুষ্পে তিনি জগন্ময়ী আবার ফলে তিনিই মুক্তিময়ী। ব্রহ্ম ঈশ্বর মায়া অবিদ্যা, এই চারি তাঁহারই স্বরূপ, একা তিনিই এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চরাচর জগতে আনন্দলীলার অভিনেত্রী, আপন আনন্দে আপনি মাতিয়া আপনিই তিনি উন্মাদিনী, আপনি জন্মিয়া আপনি মরিয়া, আপন শ্মশানে আপনি নাচিয়া, আপন শবে শিব হইয়া, আপনিই তিনি বিলাসিনী। আপনি পুরুষ আপনি প্রকৃতি, আপনি মহাকাল যুবতী, আপনি রতি মতি গতি, পরমানন্দনন্দিনী। আপনি মায়া, আপনি অমায়া, আপনি মায়াবি-রূপিণী ; আপনি বিদ্যা, আপনি অবিদ্যা, আপনি সাধ্যা সনাতনী। বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তিনিই তাঁহার এই অদ্বৈত বিভূতির বিস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। সাধক সেই শাস্ত্রীয় আস্তিক দৃষ্টিতেই তাঁহার বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয় রূপে ব্রহ্মাণ্ডলীলা দেখিয়া কি বন্ধনে কি মোচনে উভয় দশাতেই মায়ের কোলে বসিয়া থাকেন। জগতে দেখে মায়ার বন্ধন, তিনি দেখেন মায়ের বন্ধন, বন্ধন তখন তাঁহার সোহাগ এবং অভিমান, তিনি সেই সোহাগে গলিয়া গিয়া সেই অভিমানে কঠিন হইয়া, আদরে মায়ের কোলে বসিয়া, বন্ধনবদ্ধ দুটি হাত মায়ের হাতে ধরিয়া দিয়া, গদ গদ স্বরে বলিতে থাকেন "মা! তুই বড় পাগ্‌লা মেয়ে!" তাই মত্ত সাধক নীলাম্বর উন্মত্তা মাকে বলিয়াছেন— "সাধে কি তোয় বলি কালি! [ও তুই] ছিলি বাজীকরের মেয়ে,

নইলে, ভুবন্ ভুলিয়ে রেখেছিস একটা মায়া ভেল্কী লাগিয়ে দিয়ে ?”
আবার শাক্ত সাধক কমলাকান্ত গাহিয়াছেন –

“ সেই কথা আমারে বল, ।
তোমার, কেবা মন্দ কেবা ভাল ॥
বিদ্যারূপে দিয়ে জ্ঞান, কারেও কর পরিত্রাণ,
কারেও, অবিদ্যায় আবৃত করে, মোহগর্ত্তে টেনে ফেল ।
জীব মাত্র শিব বটে, এ কথা অনেকে রটে,
যে, সদানন্দ, তারে কেন, নিরানন্দ হ'তে হল ।
কমলাকান্তের কালি ! মনের কথা মায়ে বলি,
কারো সুখের্ উপরে সুখ্ কারো দুঃখে জনম গেল ॥ ”

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার কথা এই মাত্রই আছে যে—

মায়াতীতাং মায়িনীং বিশ্বমায়াং
নিত্যাং শুদ্ধাং নিষ্কলাদ্বৈতরূপাং ।
পুনর্ম্মায়য়া বিশ্বনিস্তারহেতুং
প্রপদ্যে সদা ত্বাং ভবাম্ভোধিসেতুং ॥

শক্তিতত্ত্বের এই বিদ্যা অবিদ্যা এবং পরমা এই বিভাগত্রয় না বুঝিয়া মায়া-শক্তি এবং ব্রহ্ম-শক্তির অবান্তর ভেদ না জানিয়া যাঁহারা শক্তি নাম শুনিলেই মায়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাঁহাদিগকে অন্য প্রমাণ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন, তাঁহাদের সেই মায়া এবং মায়াবী স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ। হিমালয়-গৃহে জগৎপ্রসূতী মেনকার প্রসূতিরূপে আবির্ভূতা হইলে তাঁহার সেই কোটি সূর্য্যপ্রভাময়ী চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরা বিশালাক্ষী অষ্টভুজা মূর্ত্তি-দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট গিরিরাজ ধরাতলে মস্তক প্রণত করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে ভক্তিগদ্‌গদ বচনে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

মহাভাগবতে ভগবতীগীতায়াং—

কা ত্বং মাত র্বিশালাক্ষী চিত্ররূপা স্থলক্ষণা।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাং।

মাতঃ! বিশালাক্ষী স্থলক্ষণা চিত্ররূপা তুমি কে? বৎসে! আমি স্বরূপতঃ তোমাকে জানিতে পারিতেছি না, তোমার যথাযথ তত্ত্ব তুমি স্বয়ং আমাকে বল। হিমালয়ের এই প্রশ্নের পর দেবী উত্তর করিতেছেন—

জানীহি মাং পরাং শক্তিং মহেশ্বরকৃতাশ্রয়াং।
শাশ্বতৈশ্বর্য্য বিজ্ঞান মূর্ত্তিং সর্ব্ব প্রবর্ত্তিকাং।
স্থষ্টি স্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাং।
অহং সর্ব্বান্তরস্থাচ সংসারার্ণবতারিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতিচ।
যুবয়ো স্তপসা তুষ্টা পুত্রীভাবেন ভাবিতা।
জাতা তব গৃহে তাত বহুভাগ্যবশাত্তব।

"মহেশ্বর কর্ত্তৃক কৃতাশ্রয়া, শাশ্বত ঐশ্বর্য্য এবং বিজ্ঞানঘন মূর্ত্তি, সর্ব্বপ্রবৃত্তি—কারণরূপা স্থষ্টি স্থিতি বিনাশের বিধাত্রী, জগজ্জননী পরমা শক্তি বলিয়া আমাকে জান," আমি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিণী সংসারার্ণব-তারিণী নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপা এবং ঈশ্বরী। পিতঃ! তোমার এবং মাতা মেনকার তপঃপ্রভাবে পরিতুষ্টা এবং কন্যারূপে আরাধিতা হইয়া তোমাদের বহুভাগ্যবশতঃ তোমার গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম" এ স্থলেও তিনি মায়ার অতীত পরমা শক্তি বলিয়াই আত্মনির্দেশ করিয়াছেন।

আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে জন্মান্তর তত্ত্বে বলিয়াছেন—

"ততো মন্মায়য়া মুগ্ধ স্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ"।

অর্থাৎ জীব মাতৃগর্ভ হইতে নিক্রান্ত হইলে আমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই সকল গর্ভবাস জন্য যাতনা বিস্মৃত হইয়া যায়।

পুনশ্চ—

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং।
নিগুর্ণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেককারণং।
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভি স্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে।

কিঞ্চ—

এবং সর্ব্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ং।
ন জানন্তি মহারাজ মোহিতা মম মায়য়া।
যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে।

তাত! দেহবন্ধ বিমুক্তির নিমিত্ত মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক আমার নিষ্কল সূক্ষ্ম, বাক্যের অতীত সুনির্ম্মল নিগুর্ণ পরমজ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপী সৃষ্টি-স্থিতি সংহারের এক মাত্র কারণ নির্ব্বিকল্প নিরারম্ভ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ ধ্যেয়।

মহারাজ! আমার মায়া প্রভাবে মোহিত হইয়াই জীবগণ আমার এই সর্ব্বগত অদ্বৈত পরম অব্যয় রূপ জানিতে পারে না, কিন্তু যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, তাহারাই এ মায়ারূপ অপার পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন হিমালয় নিজেও বলিয়াছেন—

"নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি! তুভ্যং নমঃ"

"তোমার পরমা মায়া প্রভাবে আমাকে আর মুগ্ধ করিও না, বিশ্বেশ্বরি! তোমাকে প্রণাম ইত্যাদি" দেবী ভাগবত প্রভৃতিতেও এই রূপই কথিত হইয়াছে, এখন মায়াবাদিগণ বলুন্—শক্তি যদি স্বয়ং মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তবে তিনি আবার "আমার মায়া" বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন কোন্ মায়াকে?

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ত্রয়োদশোল্লাসে—

দেব্যুবাচ। মহদ্ যোনে রাদিশক্তে র্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপ নিরূপণং।

রূপং প্রকৃতিকার্য্যাণাং সাতু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তু মর্হসি।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহত্তত্ত্বাদিরও উৎপত্তির নিদানরূপা, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতা মহাদ্যুতি আদিশক্তি মহাকালীর রূপ নিরূপণ হইল কিরূপে ? যাহা কিছু প্রকৃতির কার্য্য, তাহাতেই রূপ সম্ভবে, কিন্তু তিনি ত প্রকৃতি তত্ত্বেরও অতীতা সাক্ষাৎ পরাৎপরা ; দেব ! আমার এই সংশয় বিশেষরূপে ছেদন করুন। ” এখন, তিনি যদি কেবল প্রকৃতিরূপা, তবে আবার প্রকৃতি-সম্ভব রূপ তাঁহাতে অসম্ভব বলিয়া দেবী আশঙ্কা করিলেন কেন ?

কুলার্ণবে—

পশ্যন্নপি ন পশ্যেৎ স শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতি।
পঠন্নপি ন জানাতি তব মায়াবিমোহিতঃ।

মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন “ যে তোমার মায়ায় বিমোহিত হয়, সে দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, পাঠ করিয়াও তত্ত্ব জানিতে পারে না ”। এ স্থলেও, দেবী যদি মায়ারূপা, তবে মহাদেব আবার “ তোমার মায়া ” বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন ? শাস্ত্র বলিতেছেন--তিনি [illegible]। মায়াবাদিন্! মায়ার মায়া ভুলিয়া গিয়া একবার মায়ের [illegible]। এ মায়াকে শুধু মায়া না বুঝিয়া মায়ের মায়া বুঝিয়া লও, মায়ের মায়াময় খেলা দেখিয়া মায়ার মাধুর্য্যে ডুবিয়া যাও, এই মায়া আছে বলিয়াই মা আমাদের মা হইয়াছেন, এই মায়া আছে বলিয়াই আমরা মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে উঠিতে যাই --এই মায়াবাদ লক্ষ্য করিয়াই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে--“ বেদ বলে বৃথা চেষ্টা সকলি ভাই! মায়া। তন্ত্র বলে মায়ার মধ্যে হাসে মহামায়া । [এ যে মায়ের মায়া] ” সংসারে যে মায়া কেবল বন্ধনের কারণ বই আর কিছুই নহে, একটু বিবিক্ত দৃষ্টিতে দর্শন করিলে সেই মায়াই তখন আনন্দের নন্দনবন-

শোভা বলিয়া বোধ হয়। সাধক! যে মায়ার আকর্ষণে সংসারে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির প্রেমে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হই, সেই মায়ার অবলম্বনে মায়ামরী মায়ের প্রেমে আসক্ত হইলে কি মুক্ত হইবার কথা নাই? এই মায়া আছে বলিয়াই উপাস্য উপাসক ভেদ রহিয়াছে, মায়ে পোয়ে, ভক্তে ভগবানে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে—এই মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া গেলে সংসারে যেমন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির সম্বন্ধ ছুটিয়া যাইবে, উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধও তেমনই ঘুচিয়া যাইবে—তাই ভক্তের প্রাণে ভয় হয়, মায়া যদি ঘুচিয়া যায়, তখন মা বলিব কি উপায়ে? জ্ঞানী মায়া ত্যাগ করিতে চাহিলেও ভক্ত সংসারের মায়া বিসর্জন দিয়া, অন্তরে অন্তরে অতি গোপনে অতিসন্তর্পণে মায়ের মায়া পোষণ করেন—মায়ার সংসার ছাড়িয়া দিয়া মায়ের সংসারে প্রবেশ করেন—যে সংসারের সংসারীগণ নিয়ত গাহিয়া থাকেন—

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো ভৈরবাঃ সর্ব্বে ভবনং ভুবনত্রয়ং॥"
"মা আমাদের পার্ব্বতী, পিতা দেব মহেশ্বর।
ভাই আমাদের ভৈরব সব ত্রিভুবন আপন ঘর॥"

কিন্তু কি জানি [illegible] ামের দোষে—যদি এ মায়া ঘুচিয়া যায়, [illegible] তাহা রক্ষা করিবার কোন উপায় থাকিবে না তাই ইচ্ছা হয় এই বেলা সময় থাকিতে প্রাণ ভরিয়া মাকে মা বলিয়া ডাকিয়া লই—কি জানি যদি মায়ে পোয়ে দেখা হইলে তখন আর মা বলিবার অবসর নাই থাকে—তবে ত এই বারেই আমার জন্মের মত মা বলা ফুরাইল, তাই গীতাঞ্জলি কাঁদিয়া বলিয়াছে—

গেল দিন আর ত রহে না।

মা! কত দিন আর স'ব ভব বন্ধন যন্ত্রণা।

১। মায়াময় এ সংসারে, মা আমায় মায়াঘোরে, ঘুরাও কত বারে বারে, বিদরে প্রাণ আর সহে না।

২। সংসারের সকলি মায়ায়, যদি, তবে দে মা আমায়, সেই মায়া, সন্তান যে মায়ায়, মা বই আর কিছু জানেনা।

৩। খুলে দে এ মায়াগুণে, বাঁধ মা! সেই মায়াগুণে, যে মায়াগুণের গুণে, মায়াগুণ আমায় ছোঁবে না।

৪। ত্রিগুণ আগুন ঠেলে ফেলে, ধর্ মা! আমায়, কর্ মা! কোলে, জন্মের মত মা মা বলে, এই ডেকে নেই আর ডাক্‌ব না।

৫। প্রাণ্ জ্বলে যায়্ দারুণ ক্ষুধা, দে মা! তোর ঐ স্তন্য সুধা, তাপানল দাবানল সদা, সে সুধা বই নিভিবে না।

৬। সুধা পেলে সুধাই কি না, শিবে—আর সে ভয় করো না, হাবা মেয়ে! তাও জান না? খেলেও সুধার ক্ষুধা যায় না।

শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পৌরাণিক প্রমাণের যে কিয়দংশ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শক্তিই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী এবং হর্ত্রী কর্ত্রী বিধাত্রী, তিনিই এক মাত্র পরমা প্রধানা এবং জগদারাধ্য দেবগণেরও পরমারাধ্যা। এতাবতা শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্য ইহা মনে করিবেন না যে, তবে বুঝি—শিব বিষ্ণু সূর্য্য গণেশ ইহঁারা কোন কর্ম্মেরই নহেন। বস্তুতঃ পঞ্চোপাসনার উপাস্য দেবতার মধ্যে সকলেই সমান শক্তিময়, কাহারও কোনরূপ ন্যূনতা বা আধিক্য নাই। ঋষিগণ যখন যে পক্ষের সাধকের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রগাঢ় করিবার নিমিত্ত যে পুরাণে যে দেবতার স্বরূপ-লীলাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন সেই পুরাণ-প্রতিপাদ্য দেবতার মহিমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এমন কি, দেবী-ভাগবত, স্কন্দ পুরাণ কালিকাপুরাণ কূর্ম্মপুরাণ, প্রভৃতিতে পূর্ব্বাংশে শিব, শক্তি বা বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আবার অপরাংশে বিষ্ণু, শক্তির বা শিবের মাহাত্ম্য এরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন উভয় অংশ পরস্পর বিরোধী, এ বিরোধ কেবল আমা-

দেরই ভেদজ্ঞানময় মানব দৃষ্টিতে, মহর্ষি গণের অভেদ—তত্ত্বময় দৈব-দৃষ্টিতে ইহাতে কোন বিরোধের লেশও স্থান পায় নাই, কারণ তাঁহারা দেখিয়াছেন "কালী" বা "শিব" বলিয়া যাঁহার প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছি, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু, আবার বিষ্ণু বলিয়া যাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেছি, তিনিই স্বয়ং কালী বা শিব, তাই ইহাতে বৈষম্য, প্রাধান্য, অত্যুক্তি বা মিথ্যাবাদ বলিয়া কোন পদার্থ তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। প্রত্যক্ষ—ব্রহ্মবিভূতিদর্শী মহর্ষিগণ দৈবদৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছেন, পঞ্চোপাসকের কৈবল্য-কল্যাণ কামনায় স্ব স্ব উপাস্য দেবতার লীলাকীর্ত্তন প্রসঙ্গে কেবল সেই সেই বিভূতিই প্রকটিত করিয়াছেন। পঞ্চোপাসনার সমন্বয় প্রকরণে এ বিষয় বিস্তৃত রূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এক্ষণে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে যে স্থলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম, সাধকগণ অনুসন্ধান করিলে আবার সেই সেই স্থলেরই অব্যবহিত পরে পরে বা পূর্ব্বে পূর্ব্বে শিব বিষ্ণু প্রভৃতিরও এই রূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেকের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে তন্ত্রতত্ত্বের ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান দেওয়া কঠিন, বিশেষতঃ সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। কেবল শক্তিকে যাঁহারা মায়া জড় অবিদ্যা পরম বৈষ্ণবী ইত্যাদি উপাধি দিয়া মহাবিদ্যার বিদ্বেষে বিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই সকল অকালপ্রসূত অবিদ্যাগর্ভভূত মাতৃদ্বিট্ সম্প্রদায়ের বিদ্যা বুদ্ধি সাধক-বর্গের বিদিত করিবার জন্যই জগন্মাতার তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লিখিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত "শক্তিজ্ঞানং বিনা ! দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে" ইহা তন্ত্রশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত, আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তটি দেখিলে ইহাই বোধ হয়—যেন শক্তি ভিন্ন অন্য কোন দেবতারই নির্ব্বাণ মুক্তি-দাতৃত্ব নাই। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র যে উদ্দেশে যে প্রণালীতে এ তত্ত্ব বুঝা-ইয়াছেন, তদনুসারে বুঝিলে সে রূপ বোধ হইবার কোন কারণ

নাই—অতএব শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তন্ত্র স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন—তাহারই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথা এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে—

কুব্জিকা তন্ত্রে প্রথম পটলে—

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং নতু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ! ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ১ ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং নতু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং নতু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি ! রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবি সর্ব্বে কার্য্যাক্ষমা ধ্রুবং ॥ ৪ ॥

"ব্রহ্মাণীই সৃষ্টিকর্ত্রী, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, অতএব মহেশ্বরি ! ব্রহ্মা প্রেত (শবদেহমাত্র) তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১ ॥ বৈষ্ণবীই রক্ষাকর্ত্রী, বিষ্ণু জগতের রক্ষক নহেন, অতএব মহেশ্বরি ! বিষ্ণু প্রেত, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২ ॥ রুদ্রাণী সংহারকর্ত্রী, রুদ্র কখনও সংহার-কর্ত্তা নহেন, অতএব মহেশ্বরি ! রুদ্র প্রেত, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৩ ॥ শক্তি-অংশ ত্যাগ করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সকলেই জড়, কারণ প্রকৃতি ব্যতিরেকে সকলেই নিজ নিজ কার্য্যসাধনে অক্ষম ইহা ধ্রুব নিশ্চিত ॥ ৪ ॥"

এক্ষণে সেই শক্তি পদার্থের স্বরূপ কি, ইহাই বিবেচ্য বিষয় হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বড়ই বিষম কথা এই যে, সর্ব্বশাস্ত্র যাঁহার সর্ব্ব প্রকার স্বরূপ নির্দ্দেশের চরম সীমায় আসিয়া "শক্তি" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রণাম করিয়া একান্ত অবসর লইয়াছেন, আমরা সেই শক্তি রূপ স্বরূপের আবার স্বরূপ নির্দ্দেশ করি কি উপায়ে ? রসের পরিপাক গুড় ॥ ১ ॥ গুড়ের পরিপাক, শর্করাসৈকত [দলো] ॥ ২ ॥ শর্করাসৈকতের পরিপাক সিত শর্করা ॥ ৩ ॥ সিত শর্করার পরিপাক

সিতোপল [মিছ্‌রি] ॥ ৪ ॥ সিতোপলের পর ত আর রসের কোন পরিপাক নাই। তদ্রূপ ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ, ॥ ১ ॥ জগতের পরিণাম মায়া ॥ ২ ॥ মায়ার পরিণাম ঈশ্বর ॥ ৩ ॥ ঈশ্বরের পরিণাম শক্তি ॥ ৪ ॥ অর্থাৎ কারণে কি আছে না আছে, তাহা জানিতে হইলেই প্রথমতঃ কার্য্যে কি আছে না আছে, তাহা দেখিতে হইবে, ব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝিতে হইলেই প্রথমতঃ জগতের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ জগতের আদ্যন্ত মধ্য বিচার করিলে তাহার এক মাত্র শেষ সিদ্ধান্ত দাঁড়াইবেন "মায়া" ॥ ২ ॥ মায়ার মূলতত্ত্ব বুঝিতে গেলেই তাহার লক্ষ্য হইবেন মায়াবী ঈশ্বর ॥ ৩ ॥ ঈশ্বরের মূল স্বরূপ জানিতে হইলেই তাহার লক্ষ্য হইবেন শক্তি ॥ ৪ ॥ শক্তির পর ত আর তত্ত্ব-বিচার নাই, সকলের স্বরূপ শক্তি, কিন্তু শক্তির স্বরূপ শক্তি বই আর কিছুই নহে। যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক সূর্য্য, কিন্তু সূর্য্যের প্রকাশক স্বয়ং সূর্য্য বই আর কেহই নহে। যাহা হউক, তথাপি বৃক্ষের ফল কুসুম পত্র পল্লব কাণ্ড প্রকাণ্ড দেখিয়া বীজ শক্তি অনুমানের ন্যায় তাঁহার নিত্যলীলা নিকেতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহার প্রক্রিয়া দেখিয়া আমরা তাঁহার তত্ত্ব মন্দিরের তন্ত্রকবাট উদ্ঘাটিত করিতে অগ্রসর হইলাম। প্রার্থনা করি, বিশ্বজননী তাঁহার স্বপ্রকাশরূপ প্রদীপটি হস্তে লইয়া মাতৃহারা সন্তান গণকে স্বস্বরূপের পথপ্রদর্শন করিয়া কোলে তুলিয়া লউন্।

শক ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে "ক্তি" প্রত্যয় করিয়া "শক্তি" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শক ধাতুর অর্থ শক্তি, যেমন গম ধাতুর অর্থ গতি। দার্শনিকগণ বিচার দ্বারা শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন, সে ত পরের কথা, বৈয়াকরণ মহাশয় শক্তি পদের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া—এই স্থানেই হতবুদ্ধি হইয়া আরম্ভেই উপসংহার করিয়াছেন। শক ধাতুর অর্থও শক্তি, ভাব বাচ্যের অর্থও ধাতুরই স্বরূপ, সুতরাং তাহাও শক্তি, আর প্রকৃতি প্রত্যয় উভয়ের সংযোগে পদ নিষ্পন্ন হইল, তাহাও

শক্তি, তবেই এক্ষণে বলিতে হইতেছে—বৈয়াকরণ মহাশয় শক্তি শব্দের ব্যাখ্যা করিলেন—শক্তি শক্তি শক্তি, যেন ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন " দোহাই ধর্ম্মের, শক্তির অর্থ শক্তি শক্তি শক্তি !!! " সাধকগণ এক্ষণে বুঝিয়া লইবেন, যাহার পদের ব্যাখ্যাই এত দূর আসিয়াছে, তাহার পদার্থের ব্যাখ্যা না জানি কত দূরেই যাইবে। দার্শনিকের চক্ষে ইতরেতরাশ্রয় দোষ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু বৈয়াকরণের পক্ষে উহাই জীবন রক্ষার মূল মন্ত্র বলিয়া অবলম্বিত। বৈয়াকরণের উদ্দেশ্য ব্যবহারের অনুকূলে বস্তুর স্বরূপ রক্ষা, দার্শনিকের উদ্দেশ্য বুদ্ধি বিদ্যার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুব্যাখ্যা। বৈয়াকরণ সহজ কথায় বলিলেন গম ধাতুর অর্থ গতি, দার্শনিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে তাহারই অর্থ করিলেন " পূর্ব্বদেশাবচ্ছিন্ন সংযোগাভাবসহকৃতোত্তরদেশাবচ্ছিন্ন সংযোগানুকূলব্যাপারবিশেষো গমনং " অর্থাৎ পূর্ব্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানের সহিত সংযোগের নাম গমন। শব্দটি ছিল " গতি " এই দুইটি অক্ষর মাত্র, কিন্তু এই দুই অক্ষরের ব্যাখ্যা হইল ৩৫টি অক্ষরে, ইহার পর ইচ্ছা করিলে আরও পাঁচ সাত দশটি ত্বাবচ্ছিন্ন বসান যাইতে পারে—এত চেষ্টায় ফল হইল কি না—বৈয়াকরণ যদি দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করেন " ভোজন করিলে ?" হয়ত অবশ্য তাঁহাকে উত্তর করিতে হইবে " অন্ন গমন করাইলাম " অর্থাৎ অন্নকে পাত্র পরিত্যাগ করাইয়া উদরসাৎ করিলাম। আবার সেই অন্ন যখন উদর পরিত্যাগ করিয়া ভূমিসাৎ হইতে চলিল, [বমন] তখনও পূর্ব্ব স্থান পরিত্যাগ এবং অপর স্থানের সংযোগ লইয়া যদি ব্যবস্থা করিতে হয়—তবেই বিষম বিভ্রাট। এত টীকা টিপ্পনী ব্যাখ্যার পরিণাম যাহা দাঁড়াইল, তাহাত ভাবিতেও ভয়ঙ্কর। এই সকল বিভ্রাট বারণের জন্য সুচতুর দার্শনিক বলিয়াছেন—" ব্যাপারবিশেষঃ " অর্থাৎ পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর স্থানের সংযোগ ব্যাপার মাত্রকেই তুমি " গমন " বলিতে পারিবে না,

ব্যাপার বিশেষকে গমন বলিতে হইবে। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বিশেষ ব্যাপারটি কি? তাহা হইলেই দার্শনিক মহাশয় দেখাইয়া দিবেন, পদ দ্বারা অন্য স্থান স্পর্শ করিলে তাহার নাম "গমন"। তাহা হইলে পদাঘাতের নামও "গমন" হইয়া উঠে—অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে লোকে যাহাকে বলে গমন, তাহারই নাম গমন। তবেই গমনের অর্থ গতি, গতির অর্থ গমন। এই মরণ পরে মরিতে হইবে বলিয়াই বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ বৈয়াকরণ পূর্ব্বেই মরিয়া বসিয়া আছেন—সহজ কথায় বলিয়া দিয়াছেন—গমনের অর্থ গতি।

কিন্তু দার্শনিক তাহা সহজে শুনিবেন কেন? শেষে তিনিও সেই মরণই মরিলেন, অধিকন্তু ভ্রুকুটীভঙ্গী করিয়া। ইহারই নাম অতিবুদ্ধি। সেই ইতরেতরাশ্রয় বই গতি নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও বৃথা বাগ্ জাল বিস্তারে বুদ্ধি বিভ্রান্ত করাই দার্শনিকের বিদ্যা, তাই বুঝিতে হইবে, বাচাল দার্শনিক আর বস্তুতত্ত্ববিৎ সাধক, এক পদার্থ নহেন। সাধনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সিদ্ধিলাভ, আর দর্শনশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব দৃষ্টি বিস্ফারণ মাত্র। তাই উপস্থিত শক্তিতত্ত্ব বিচারে আমরা দর্শন শাস্ত্রের সংশ্রব না রাখিয়া সাধন শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইলাম, কারণ কোটি কোটি দর্শন অদর্শন হইলেও সাধন শাস্ত্রের একটি বিন্দু বা মাত্রাও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। যাহা হউক, ব্যাকরণ অনুসারে আমরা যাহা বুঝিতেছি—তাহাতে গতির ন্যায় শক্তিকেও শক্তি ভিন্ন আর কোন বিশেষণ দ্বারা বুঝিবার উপায় নাই। সাধারণ ভাষায় আমরা শক্তি শব্দের যেরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই, তাহাতে ধীশক্তি মেধাশক্তি স্মৃতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি শ্রুতিশক্তি ক্রিয়াশক্তি প্রাণশক্তি ইত্যাদি শক্তির বিশেষণ সমূহ দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, বিশেষ বিশেষ স্থানে শক্তির প্রকাশ হইলেই ঐ সকল বিশেষ বিশেষ নাম হয় এই মাত্র, ফলতঃ শক্তি পদার্থ যাহা, তাহা স্বরূপতঃ এক ভিন্ন দুই নহে। এই সকল শাখা পল্লব ফল কুসুম স্থানীয় শক্তির মূল কি? কোন্

শক্তির অন্তর্ভাবে এ সকল শক্তি তিরোহিত হয়, আবার কোন্ শক্তির প্রভাবেই বা এ সকল শক্তি আবির্ভূত হয়, তাহার অনুসন্ধানে সর্ব্ববাদি সিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে আত্মাই এই সকল শক্তির মূল, এখন এই আত্মা পদার্থ কি, তাহাও বুঝিবার বিষয় হইয়াছে, কিন্তু এক দিকে এক দল আস্তিক আছেন, যাঁহারা উপনিষদের মুখে আত্মার নাম শুনিলেই "নির্গুণ ভূমা" বলিয়া ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, অন্যদিকে আর এক দল নাস্তিক আছেন, যাঁহারা আত্মার নাম শুনিলেই "অলীক কল্পনা" বলিয়া খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, এই দুই দলের করাতের ধারে ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মা সূক্ষ্ম হইতে হইতে প্রায় "নাই" হইয়া উঠিয়াছেন, তবে নিতান্তই আত্মার আত্মা বলিয়া এখনও একেবারে অভাবে পরিণত হয়েন নাই; তাই এ সময়ে আত্মার স্বরূপ জাগরিত করিতে হইলেই এই দুই দলের হাত ছাড়াইয়া আত্মাকে একটু স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দেখিতে হইবে। দ্বৈতদৃষ্টিতে কার্য্য এবং কারণ, দুই পদার্থ হইলেও অদ্বৈতদৃষ্টিতে একই পদার্থ, যাহা কার্য্য তাহাই কারণ, যাহা কারণ তাহাই কার্য্য, কেননা, কারণে যাহা নাই তাহা কার্য্যে থাকে না, কার্য্যে যাহা নাই, তাহাও কখন কারণে থাকে না, যে শক্তি বীজে নাই, তাহাও বৃক্ষে স্ফুরিত হয় না, যে শক্তি বৃক্ষে স্ফুরিত হয় না, তাহাও কখন বীজে থাকে না। বীজ ও বৃক্ষের সমন্বয় করিলে ইহাই শেষ দাঁড়ায় যে, শক্তির অন্তর্ভূত অবস্থাই বীজ, প্রকটিত অবস্থাই বৃক্ষ; তদ্রূপ প্রাণ ইন্দ্রিয় দেহ মনে যে সকল শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়, ইহাও সেই বীজভূত মহাশক্তি আত্মার প্রকটিত অবস্থা মাত্র। আত্মাতে শক্তি নিহিত আছেন, ইহা কেবল মানুষের স্থূলবুদ্ধিকে বুঝাইবার কথা মাত্র—স্বরূপতঃ শক্তিই আত্ম-স্বরূপে বা আত্মাই শক্তিরূপে অবস্থিত আছেন, ইহাই শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছেন, ইহা কেবল ভাষার ব্যবহার মাত্র, অগ্নিই দাহিকা শক্তি স্বরূপে অবস্থিত অথবা দাহিকা শক্তিই অগ্নিরূপে

আবির্ভূত ইহাই তত্ত্বকথা, তুমি আমি স্থূলদৃষ্টিতে অগ্নির ভৌতিক স্থূল রূপ মাত্র দেখিতে পাই, তাই শাস্ত্র সেই সহজ প্রত্যক্ষ রূপকেই অগ্নি বলিয়া দাহিকা শক্তিকে তাঁহার শক্তি বলিয়া বুঝাইয়াছেন, কিন্তু ভৌতিক রূপাংশ ত্যাগ করিলে পরমার্থতঃ এক মাত্র শক্তি ভিন্ন অগ্নির স্বরূপ আর কিছুই থাকে না, যেমন সাংসারিক পুরুষের ভাষায় "আমার আত্মা," বস্তুতঃ "যাহা আত্মা তাহাই আমি" হইলেও স্থূল-দেহে আত্মাভিমান করিয়া তুমি আমি যেমন বলিয়া থাকি, আমার আত্মা অর্থাৎ আমার এই স্থূল দেহে অবস্থিত আত্মা, এ স্থলে দেহাংশ ত্যাগ করিলে আত্মার স্বরূপ এক মাত্র শক্তি বই আর কিছুই নহে। কারণ আত্মার শক্তি বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই। যাহা আত্মা তাহাই শক্তি বা যাহা শক্তি তাহাই আত্মা, শাস্ত্রে বহুস্থানে আত্মার শক্তি বলিয়া উল্লেখ আছে, সে সমস্তই আত্মার স্বরূপ কথন মাত্র, যেমন গঙ্গার জল, রাহুর মস্তক, সূর্য্যের প্রভা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ইত্যাদি। বস্তুতঃ যাহা জল, তাহাই গঙ্গা; যাহা মস্তক, তাহাই রাহু; যাহা প্রভা, তাহাই সূর্য্য; যাহা জ্যোৎস্না তাহাই চন্দ্র; তথাপি লোক ব্যবহারে শক্তির প্রভাব প্রদর্শন জন্য যেমন তাঁহাতে তাঁহার ভেদ কল্পনা করিয়া গঙ্গার জল ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হয়, তদ্রূপ যাহা শক্তি, তাহাই আত্মা হইলেও শাস্ত্রকারগণ শক্তিতত্ত্ব মানবের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অনেক স্থলে আত্মার শক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্তবাদে সকলেই একবাক্য হইয়া সমস্বরে বলিয়াছেন "শক্তি শক্তিমতো রভেদঃ" শক্তি এবং শক্তিমানে কিছু মাত্র ভেদ নাই; কিন্তু ভেদ না থাকিলেও, এই অভেদ প্রতি-পাদনের সময়েও ভেদজ্ঞানীকে বুঝাইবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে "শক্তি শক্তিমতোঃ" শক্তি এবং শক্তিমান্ এই উভয়ের" পরমার্থতঃ এক হইলেও তোমার আমার বুঝিবার জন্য "উভয়ের"। অন্যথা, উভয় না হইলে ভেদ থাকে না, ভেদ না থাকিলেও অভেদ-প্রতি-পাদন হয় না।

আরও একটু ভাবিবার কথা আছে। যে আত্মা লইয়া এত বিচার বিবাদ বিসম্বাদ, সে আত্মার স্বরূপ কি, কেন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করি, এ অংশে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—জীবের শরীরটি অচেতন, ইন্দ্রিয় গুলি অচেতন, মনটিও প্রায় তদ্রূপ, চৈতন্যের কিছু অংশ তাঁহাতে থাকিলেও তিনি কেবল আত্ম-নির্ভরে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহেন। এই সকল পরাধীন বস্তু, কাহার অধীনতায় অবস্থিত তাহা বিচার্য্য বিষয়। কেনোপনিষদে এই বিষয়টিই প্রশ্নরূপে পরিস্ফুট ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ইত্যাদি কাহার প্রেরিত হইয়া স্বস্ব কার্য্য সাধনে সমর্থ হয়? যিনি চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তাঁহার স্বরূপ কি? "যিনি চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ," এ সকল আছে, কিন্তু "আত্মার আত্মা" এ বিশেষণটি নাই—কারণ প্রথমেই আত্মতত্ত্বের নির্ণয় হইলে শেষে আর "কাহার প্রেরিত হইয়া?" এরূপ প্রশ্ন হয় না, কেননা, সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ, তাহাই চরম, তাহাই গন্তব্যের শেষ সীমা। যাহা হউক এই সকল "কেন? কেন?" প্রশ্নের পর—জীবদেহের ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ নিজ নিজ প্রভাবে জগতের অবস্থিতি নির্ণয় করিতেছেন, এবং অসুর সংগ্রামে বিজয় জন্য অহঙ্কারে নিজ নিজ স্পর্দ্ধা করিতেছেন, তৎকালে সহসা তাঁহাদিগের সম্মুখে কোন অনির্ব্বচনীয় তেজ প্রাদুর্ভূত হইলেন, সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজের প্রভাব অবগত হইতে না পারিয়া ইন্দ্র-প্রেরিত অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ একে একে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে সেই তেজোমণ্ডল হইতে ক্রমে তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথমে অগ্নি বলিলেন, আমার নাম অগ্নি এবং জাতবেদা, আমি সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিতে পারি। অনন্তর সেই তেজোময়ী দেবতা অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন, ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি যথাসাধ্য

চেষ্টা করিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না, অতঃপর বায়ু প্রভৃতি দেবগণও এই রূপে লজ্জিত এবং প্রত্যাবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার নিকটে গমন করিলে তেজোময়ী দেবতা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তেজের অন্তর্দ্ধান দেখিয়া ইন্দ্র বুঝিলেন, ত্রিজগতের অধিপতি হইলেও আমি ইহাঁর সম্ভাষণের পাত্রও নহি ইহাই অন্তর্দ্ধানের উদ্দেশ্য। এইরূপে ইন্দ্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী ত্রিভুবন-সুন্দরী গৌরী মূর্ত্তি অবলম্বনে নিজ প্রভাপটলে গগণমণ্ডল আলোকিত করিয়া দেবগণের নয়ন-গোচরা হইলেন, অনন্তর দেবরাজ তাঁহার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, সে অংশ উপনিষদ্ বলিয়া আমরা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও দেবী ভাগবতে এই প্রস্তাবের যে বিস্তৃত বর্ণন আছে, তাহা হইতেই দেবীর প্রত্যুত্তরাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম, সাধকবর্গ ইহা হইতেই তাঁহার আত্ম-পরিচয় অবগত হইবেন।

দেব্যুবাচ।

রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বকারণকারণং
মায়াধিষ্ঠানভূতন্তু সর্ব্বসাক্ষি নিরাময়ং।

*　　*　　*　　*　　*　　*

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ।
তত্রৈকভাগঃ সংপ্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ।
মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ।
সাচ মায়া পরা শক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা।
সাম্যাবস্থাত্মিকা চৈষা মায়া মম সুরোত্তম।
প্রলয়ে সর্ব্ব জগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি।
প্রাণিকর্ম্ম পরীপাক বশতঃ পুনরেবহি
রূপং তদৈব মব্যক্তং ব্যক্তীভাব মুপৈতিচ।

অন্তর্মুখাতু যাঽবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে
বহির্মুখাতু যা মায়া তমঃ শব্দেন সোচ্যতে।
বহির্মুখাত্তমোরূপা জ্জায়তে সত্বসম্ভবঃ।
রজোগুণ স্তদৈব স্যাৎ সর্গাদৌ সুরসত্তম।
গুণত্রয়াত্মকাঃ প্রোক্তা ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্বাধিকোভবেৎ।
তমো গুণাধিকোরুদ্রঃ সর্ব্বকারণরূপধৃক্।
স্থূলদেহো ভবেদ্ ব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরিঃ স্মৃতঃ।
রুদ্র স্তু কারণো দেহ স্তুরীয়া ত্বহমেবহি।
সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সর্ব্বান্তর্যামি রূপিণী।
অত ঊর্দ্ধং পরং ব্রহ্ম মদ্রূপং রূপবর্জ্জিতং।
নির্গুণং সগুণঞ্চেতি দ্বিধা মদ্রূপ মুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতং।
সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ সংপ্রবিশ্যচ।
প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং।
সৃষ্টিস্থিতিতিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেবহি।
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাত্মকং।
মদ্ভয়াদ্বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চগচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যব স্তদ্বৎ সাহং সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা।
মৎ প্রসাদাদ্ ভবদ্ভিস্তু জয়োলব্ধোস্তি সর্ব্বথা।
যুষ্মানহং নর্ত্তয়ামি কাষ্ঠপুত্তলিকোপমান্।
কদাচিদ্দেববিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং ক্বচিৎ।
স্বতন্ত্রা স্বেচ্ছয়া সর্ব্বং কুর্ব্বে কর্ম্মানুরোধতঃ।
তাং মাং সর্ব্বাত্মিকাং যূয়ং বিস্মৃত্য নিজগর্ব্বতঃ।
অহঙ্কারাবৃতাত্মানো মোহমাপ্তা দুরন্তকং।
অনুগ্রহং ততঃ কর্ত্তুং যুষ্মদ্দেহাদনুত্তমং।

নিঃসৃতং সহসা তেজো মদীয়ং যক্ষমিত্যপি।
অতঃ পরং সর্ব্বভাবৈ র্হিত্বা গর্ব্বস্ত দেহজং।
মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দরূপিণীং।

আমার এই রূপই ব্রহ্মস্বরূপ, নিখিল কারণের কারণ এবং মায়ার অধিষ্ঠানভূমি ও সর্ব্বসাক্ষী এবং নিরাময়। ১। ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া আমি সকল জগৎ সৃষ্টি করি, তন্মধ্যে এক ভাগ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতি এবং অপরভাগ মায়াপ্রকৃতি। ২। সেই মায়া আমার পরমা শক্তি, আমি শক্তিমতী ঈশ্বরী, কিন্তু জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্র হইতে অভিন্না, মায়াও তদ্রূপ আমা হইতে অভিন্না। ৩। দেবেন্দ্র! সর্ব্বজগৎ-প্রলয়কালে এই মায়া ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় আমাতেই অভিন্নভাবে অবস্থিতি করেন, আবার জীবের প্রারব্ধপরিণামে এই অব্যক্ত মায়াই ব্যক্ত ভাব লাভ করেন। ৪। শক্তির যে অবস্থা অন্তর্ম্মুখ, তাহারই নাম মায়া, যে অবস্থা বহির্ম্মুখ তাহারই নাম অবিদ্যা। ৫। তমোরূপ বহির্ম্মুখ অবিদ্যা হইতেই সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই ত্রিগুণ বিভাগ হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আবির্ভূত হয়েন। ৬। তন্মধ্যে রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান বিষ্ণু এবং তমোগুণ প্রধান হেতু তমোময় অবিদ্যাবিকাশ ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র নিখিল কারণ মূর্ত্তিধর। ৭। ব্রহ্মা আমার স্থূল দেহস্বরূপ, বিষ্ণু আমার লিঙ্গদেহ স্বরূপ, রুদ্র আমার কারণ দেহস্বরূপ এবং আমি স্বয়ংই আমার তুরীয় চৈতন্যরূপিণী। ৮। যাহা আমার সাম্যাবস্থা, তাহাই সর্ব্বন্তর্যামি-রূপিণী, অতঃপর আমার রূপ রূপবর্জ্জিত পর ব্রহ্ম। ৯। নির্গুণ এবং সগুণভেদে আমার রূপ দ্বিবিধ, তন্মধ্যে যাহা মায়ার অতীত, তাহাই নির্গুণ এবং যাহা মায়াযুক্ত তাহাই সগুণ। ১০। সেই দ্বিবিধরূপিণী আমি মায়ারূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মরূপে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবগণকে যথা-নিয়মে কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ পথে প্রেরিত করি॥ ১১॥ আমিই

আবার ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরিত করি ॥ ১২ ॥ আমার ভয়ে পবন বহমান, সূর্য্য উদয়াস্তগামী, ইন্দ্র বর্ষণে প্রবৃত্ত, অগ্নি দাহনে নিযুক্ত এবং মৃত্যু জীবের জীবনহরণে ধাবিত, এই সকল নিয়োগের বিধাত্রী আমি, তাই আমার নাম "সর্ব্বোত্তমা" সর্ব্বেশ্বরী ॥ ১৩ ॥ আমার প্রসাদেই তোমরা সর্ব্বথা জয় লাভ করিয়া থাক, আমিই তোমাদিগকে সর্ব্বদা কাষ্ঠপুত্তলীর নৃত্য করাই ॥ ১৪ ॥ ইচ্ছাময়ী আমি স্বেচ্ছাক্রমেই সকল কার্য্য করি, তোমাদিগেরই কর্ম্মানুসারে কখনও দেবদলের, কখনও অসুরদলের বিজয় বিধান করি ॥ ১৫ ॥ তোমরা নিজ গর্ব্বভরে সেই সর্ব্বান্তর্যামিণী আমাকে বিস্মৃত হইয়া দুরন্ত মোহে অভিভূত হইয়াছিলে, এজন্য তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই তোমাদিগের দেহ হইতে আমার সেই সর্ব্বোত্তম শক্তিরূপ তেজ নিঃসৃত হইয়াছিল, যাহাকে তোমরা যক্ষরূপে ধারণা করিয়াছিলে। অর্থাৎ যে মহাশক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তোমরা আত্মশক্তিকেও চিনিতে এবং নিজ নিজ নিয়োজিত কর্ম্মসাধনেও সমর্থ হও নাই ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ এই হইতে তোমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গর্ব্বপরিহার পূর্ব্বক সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী আমাকেই শরণাপন্ন হও। অর্থাৎ আমাকেই সর্ব্বনিয়ন্ত্রী জানিয়া আমারই মহাশক্তির পূর্ণপ্রভাবে কৃতাকৃত সমস্ত কর্ম্মের ফল বিন্যস্ত করিয়া আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও ॥ ১৮ ॥

আদ্যাশক্তি বলিলেন, আমি দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টি করি, তন্মধ্যে এক ভাগ শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতি, অপর ভাগ মায়া প্রকৃতি। আবার মায়া যখন তাঁহার শক্তি, তখন তিনি সেই শক্তিমতী ঈশ্বরী, পরমার্থতঃ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় শক্তি তাঁহার অভিন্ন পদার্থ। উক্ত শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ অংশকেই সর্ব্বশাস্ত্র আত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ সমস্তই ইহাঁর অধীনস্থ, সমস্তবৃত্তিই ইহাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, কারণ, দেহের সমস্ত পদার্থই অচেতন, এই চৈতন্যময় আত্মাই

কেবল তাহাদের চেতনাসঞ্চারের এক মাত্র হেতু, সূর্য্যকিরণ যেমন দৈনিক সমস্ত আলোকের একমাত্র নিদান,আত্ম শক্তিও তদ্রূপ দৈহিক সমস্ত চেতনার একমাত্র মূল, সূর্য্য যেমন তেজঃ বা কিরণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহেন, আত্মাও তদ্রূপ শক্তি বা চেতনা হইতে অন্য কোন পদার্থ নহেন, তাই আত্মতত্ত্বের চরমসিদ্ধান্ত—চিৎশক্তি। চৈতন্য বা চেতনা বলিয়া আমরা যাহা অনুভব করি, তাহারই নাম শক্তি শক্তিশব্দের শেষ অর্থ এই মাত্র বলা যায় যে, যাঁহার দ্বারা সমর্থ হওয়া যায়. অর্থাৎ অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ যাঁহার প্রেরণায় সচেতনের ন্যায় ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাঁহারই নাম শক্তি। এই শক্তি বিশ্ব-ব্যাপিনী বলিয়া ইহাঁরই নামান্তর "আত্মা"। অততি ব্যাপ্নোতীতি আত্মা—যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁহারই নাম আত্মা।

রথযাত্রায় যেমন দেখিতে পাই, রথ রথী সারথি অশ্ব, চারিটিই গতিশীল, কিন্তু এই চারিটির মধ্যে একটিই স্বাধীন চেতন, দুইটি পরা-ধীন চেতন, আর অন্যটি স্বয়ং অচেতন হইলেও চৈতন্যের আকর্ষণে সচেতনবৎ-আকৃষ্ট। অশ্ব সচেতন হইলেও সারথির অধীন, সারথি সচেতন হইলেও রথীর অধীন, আর রথ স্বয়ং অচেতন হইলেও পর-ম্পরা ক্রমে রথী সারথি অশ্ব সকলেরই অধীন। সাধকগণও দেহের মধ্যে এই রূপ নিত্য রথযাত্রাই দেখিয়া থাকেন, পাঞ্চভৌতিক দেহটিও এই সংসার যাত্রার যাতায়াতের রথ ভিন্ন আর কিছুই নহে। দশেন্দ্রিয় ইহার দশটি অশ্ব, মন ইহার সারথি এবং সেই মহাশক্তি স্বরূপ আত্মা ইহার রথী। রথীর আজ্ঞানুসারে সারথি যেমন অশ্বগণকে পরিচালিত করেন, আত্মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াও মন তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রেরিত করেন, অশ্বের আকর্ষণে রথ যেমন ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে দেহও তদ্রূপ পরিচালিত হয়। আত্মচৈতন্যের আভাসে মন ও ইন্দ্রিয় উভয়ে সচেতন, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে দেহ চেতনবৎ প্রতীয়মান্, দেহ ইন্দ্রিয়ের অধীন, ইন্দ্রিয় মনের অধীন, মন আত্মার

অধীন, সুতরাং চারিটির মধ্যে তিনটিই পরাধীন—এক মাত্র আত্মাই স্বাধীন, তাঁহারই অধীনতায় সকলে অবস্থিত, কিন্তু বিশেষ এই যে সাধারণ রথীর ন্যায় দেহ রথের রথী কোন নির্দিষ্ট পথের যাত্রী নহেন; সারথিকে রথ চালাইতে অনুমতি করিয়াই ইহাঁর অবসর। অতঃপর সারথি নিজ বুদ্ধিবলে যে পথে যাত্রা করিবেন, সেই পথেরই সুখ দুঃখ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে. রথীর সুখও নাই দুঃখও নাই—আত্মা নিত্য নির্লিপ্ত। শাস্ত্রোক্ত পাপ পুণ্যের পথ যাহা নির্দিষ্ট আছে, সারথি তাহাতে ভ্রান্ত নাও হইতে পারেন, কিন্তু দুর্ব্বল হইলেই বিপদ্. উৎপথগামী দশটি অশ্ব দশ দিকে আকর্ষণ করিবে, তাহাতে পঞ্চকাষ্ঠের সংযোগ সম্বলিত অসংখ্য সন্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র রথ খানি মধ্য পথেই ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তাহাতে আবার যে বীর পুরুষ সারথির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অশ্বসংযম করিবেন, সে ত দূরের কথা, আত্ম-সংযম করিতেই অস্থির। অশ্ব গণকে বাধ্য করিতে যে দুইটি বল্গা নির্দিষ্ট আছে শম আর দম, সারথির তাহা মনে করিতেই যমযন্ত্রণা,। স্বহস্তে ধারণ বা আকর্ষণ বিকর্ষণ ত অনেকের মনেই অলীক কল্পনা বলিয়া অবধারিত হইতেছে। সারথির এই দুর্ব্বলতা বশতঃই জীবের সংসার সুখ মৃগয়ায় লক্ষ্যভ্রান্তি—এই স্থানেই ঘোর অনর্থের সূত্র পাত। সারথি দুর্ব্বল হইলেও এই স্থানে আসিয়া একবার রথীর দিকে লক্ষ্য-পাত হয়, অদৃষ্টবাদ ভুলিয়া তখন বলিতে ইচ্ছা হয়,—মা! তোমার এ কি লীলা? সারথির বল বুদ্ধি তোমার ত কিছু অবিদিত নহে, তবে জানিয়া শুনিয়া এমন অকর্ম্মণ্য সারথির হস্তে এ রথের ভার কেন দিলে মা! সত্য আমি, ঘোর অপরাধী মহাপাপী, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি ত্যাগ করিতে পার না, এ ঘোর সঙ্কটে রথী সারথি কেহই আত্ম রক্ষায় সমর্থ নহে, জানি আমি নিজকৃত কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে তথাপি এ ভগ্নরথে মা! তোমারে একবার দেখিতে চাই। রাবণের সেই শেষ রথ-যাত্রার ন্যায় এ অন্তিম রথ যাত্রায় মা! তুমি একবার সেই উন্মাদিনী মা সাজিয়া